CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-287 ■ 17 July, 2026 ■ আগরতলা ১৭ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ৩২ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা




## নবমে নতুন ভাষার চাপ নয়, কেন্দ্র সিবিএসইকে পরামর্শ সুপ্রিম কোর্ট

**নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই ।।** নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপর নতুন ভাষা বাধ্যতামূলক করে অতিরিক্ত শিক্ষাগত চাপ সৃষ্টি না করার পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার শুনানির সময় বিচারপতি বি. ভি. নাগারথনা মন্তব্য করেন, বোর্ড পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় নবম শ্রেণিতে নতুন ভাষা চালু করা শিক্ষার্থীদের জন্য অযথা চাপের কারণ হতে পারে। তাঁর মতে, তৃতীয় ভাষা চালু করতে হলে তা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই শুরু করা উচিত।

এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এসেছে, যখন সম্প্রতি সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই) চলতি শিক্ষাবর্ষের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এককালীন ছাড় ঘোষণা করেছে। ব্যাপক আপত্তির মুখে বোর্ড জানায়, বর্তমান নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তৃতীয় ভাষা দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার অংশ হবে না।

বিচারপতি নাগারথনা বলেন, নবম শ্রেণি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চাপপূর্ণ সময়। এই সময়ে নতুন ভাষা কেন চালু করা হবে? ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই তা শেখানো উচিত। নিজের শিক্ষাজীবনের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে তিনি জানান, তাঁর স্কুলে মধ্যম শ্রেণি থেকেই তৃতীয় ভাষা শেখানো হতো, ফলে মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছানোর আগে শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট প্রস্তুত হয়ে যেত। তিনি কেন্দ্র সরকার, সিবিএসই, আইসিএসই এবং বিভিন্ন রাজ্য বোর্ডের উদ্দেশে বলেন, দশম শ্রেণি বোর্ড পরীক্ষার বছর। অষ্টম শ্রেণির শেষ থেকেই পরীক্ষার চাপ শুরু হয়ে যায়। তাই নবম শ্রেণিতে নতুন ভাষা চালু করবেন না, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই শুরু করুন।

তামিলনাড়ু সরকারের করা একটি আবেদনের শুনানির সময় এই মন্তব্য করেন বিচারপতি নাগারথনা। মামলাটি ছিল রাজ্যের প্রতিটি জেলায় জওহর নবোদয় বিদ্যালয় (জ্ঞাঙ্ঝ) স্থাপন সংক্রান্ত। তামিলনাড়ু সরকার দীর্ঘদিন ধরে এই প্রকল্পের বিরোধিতা করে আসছে। তাদের দাবি, জেএনভিতে অনুসৃত তিন-ভাষা নীতি রাজ্যের দুই-ভাষা নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যদিও এই মামলায় সিবিএসই-র তিন-ভাষা নীতির বৈধতা সরাসরি বিচারাধীন ছিল না, তবে শুনানির সময় তৃতীয় ভাষা চালুর সময়কাল নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ১৫ মে সিবিএসই একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানায়, ১ জুলাই ২০২৬ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য তিনটি ভাষা বাধ্যতামূলক হবে। এমনকি নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত ষষ্ঠ শ্রেণির তৃতীয় ভাষার বই ব্যবহার করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্কুল, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। পরে ২৯ জুন সিবিএসই এককালীন ছাড় ঘোষণা করে জানায়, বর্তমান নবম শ্রেণির পাশাপাশি ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## রথ যাত্রায় সামিল সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব

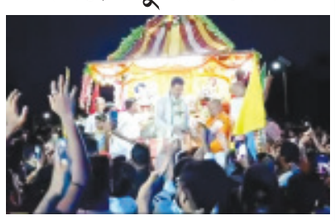



*নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই ।।যোগেন্দ্রনগর আদর্শ যুব সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত আয়োজিত জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবে অংশ নিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিনি রথের দড়ি টেনে সকলের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করেন।*

*রথযাত্রা উপলক্ষে ভক্তদের ব্যাপক সমাগমে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব ভক্তদের সঙ্গে রথ টেনে শ্রীজগন্নাথদেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন এবং রাজ্যবাসীকে রথযাত্রার শুভেচ্ছা জানান।*

*সাংসদ বিপ্লব বলেন বলেন, মহাপ্রভু জগন্নাথের পবিত্র রথযাত্রা ভক্তি, প্রেম ও আনন্দের এক অনন্য উৎসব, যা সেবা, ত্যাগ ও ঐক্যের বার্তা বহন করে। রথ টানার সৌভাগ্য প্রতিটি ভক্তের মনকে আবেগাপ্লুত করে এবং সকলের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন* ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## রথযাত্রা মানবতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালোবাসা ও ঐক্যের এক অনন্য প্রতীক : মুখ্যমন্ত্রী



**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই ।।** রথযাত্রা শুধুমাত্র একটা ধর্মীয় উৎসব নয়, এই উৎসব মানবতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালোবাসা ও ঐক্যের এক অনন্য প্রতীক। রাজ্য সকল সম্প্রদায়ের মানুষের উৎসবে সহায়তা অব্যাহত রাখবে সরকার। আজ পূর্বাশা প্রাঙ্গনে ইসকন আয়োজিত রথযাত্রা উৎসবে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর উপস্থিতিতে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, রথযাত্রা শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি মানবতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালোবাসা ও ঐক্যের এক অনন্য প্রতীক। এই উৎসব আমাদের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে এক সাথে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথা শেখায়। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের উৎসবকে সম্মান ও সমান গুরুত্ব দিয়ে সহযোগিতা করে যাচ্ছে এবং আগামী দিনেও করে যাবে। কারণ এই উৎসবগুলি সমাজে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের মধ্যেও ঐক্য সৃষ্টি, পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে থাকে। তিনি ভগবান শ্রী জগন্নাথের কাছে ত্রিপুরা রাজ্য সহ সমগ্র দেশ তথা মানব জাতির উন্নতি, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## নিট-ইউজি ফল প্রকাশ মেডিক্যালে যোগ্য ১১.২১ লক্ষ

**নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই।।** জাতীয় পরীক্ষা সংস্থা (এনটিএ) বৃহস্পতিবার নিট-ইউজি ২০২৬ পুনঃপরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে। এবারের পরীক্ষায় ১১.২১ লক্ষ পরীক্ষার্থী মেডিক্যাল ভর্তি প্রক্রিয়ার জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

যোগ্য প্রার্থীরা এনটিএ-র নির্ধারিত ওয়েবসাইট থেকে নিজেদের ফলাফল ডাউনলোড করতে পারবেন। একইসঙ্গে অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্কধারীদের তালিকা, রাজ্যভিত্তিক ও বিভাগভিত্তিক সেরাদের নাম, যোগ্যতার কাট-অফ এবং ভাষাভিত্তিক অংশগ্রহণের তথ্যও প্রকাশ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৩ মে অনুষ্ঠিত মূল নিট-ইউজি পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠার পর ১২ মে বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে ১৬ জুলাই পুনঃ পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। ফল প্রকাশের পর এনটিএ জানিয়েছে, মেডিক্যাল ভর্তি ও কাউন্সেলিংয়ের নির্ধারিত সময়সূচি যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেই লক্ষ্যেই নির্ধারিত সময়ে ফল প্রকাশ করা হয়েছে। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## মিথ্যাচারের দল সিপিএম বিভ্রান্তির রাজনীতি করছে মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই ।।** সিপিআই(এম) এবং তার সহযোগী সংগঠনগুলি মিথ্যাচারের প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা বিভ্রান্তিকর তথ্যের আড়ালে রাজনীতি করে আসছে। রাজ্যের শ্রমিকরা কাজ না পেয়ে বাংলাদেশ যাচ্ছেন, প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্তের এমন মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে সিপিআই(এম)-এর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

আজ আগরতলার ওল্ড মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় নবনির্মিত ও সংস্কার করা শ্রী শ্রী নৃসিংহ দেবতা এবং শ্রী শ্রী রাম-জানকী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ত্রিপুরার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## উল্টো রথকাণ্ডের তদন্ত রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি কংগ্রেসের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই ।।** তিন বছর আগে কুমারঘাটে রথযাত্রার সময় ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ১০ জন ভক্তের মৃত্যুর ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে এখনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কংগ্রেসের দাবি, ওই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্টও এখনও প্রকাশ করা হয়নি। অতিসত্বর তদন্তের রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস।

প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, রথযাত্রা উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারের একাধিক মন্ত্রী জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন নির্দেশ ও সতর্কবার্তা জারি করেছেন, যা অবশ্যই ইতিবাচক উদ্যোগ। তবে কংগ্রেসের প্রশ্ন, তিন বছর আগে কুমারঘাটে রথযাত্রার সময় ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ১০ জন জগন্নাথভক্তের মৃত্যুর ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে এখনও কেন দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, তৎকালীন এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর সিদ্ধান্তে প্রচলিত কাঠের রথের পরিবর্তে লোহার রথ ব্যবহার এবং পূর্বনির্ধারিত পথ পরিবর্তন করে রথ নিয়ে যাওয়ার সময় বিদ্যুতের তারে স্পর্শ লেগে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। এত বড় ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট আজও জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি বলেও অভিযোগ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## আজ থেকে রাজ্যে শুরু হবে স্ব-গণনা: অধিকর্তা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।।** "জনগণনা ২০২৭"কে কেন্দ্র করে আগামীকাল ১৭ জুলাই থেকে রাজ্যে শুরু হতে চলছে স্ব-গণনা বা সেলফ এনোমারেশন কর্মসূচি। চলবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। এর মাধ্যমে রাজ্যের নাগরিকগণ ঘরে বসেই ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনের সূচনা আজ

**নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (আইএএনএস)।।** দেশের প্রথম হাইড্রোজেনচালিত ট্রেনের উদ্বোধন হতে চলেছে ১৭ জুলাই। হরিয়ানার জিন্দ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ট্রেনের সূচনা করবেন। ভারতীয় রেলের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা পরিবেশবান্ধব ও কার্বনমুক্ত রেল পরিবহণের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

জিন্দ-সোনিপত রুটে চলাচলকারী এই হাইড্রোজেন ট্রেনটি একটি পাইলট প্রকল্প। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ১০ কোচের এই ট্রেনে ১,২০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল প্রপালশন সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে। ট্রেনটি চলার সময় কোনও ধোঁয়া বা কার্বন নির্গমন হয় না; একমাত্র নির্গমন হয় জলীয় বাষ্প। ফলে এটি সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব, পরিচ্ছন্ন ও টেকসই পরিবহণের একটি নতুন বিকল্প।

ভারতীয় রেলের দাবি, ৩,২০০ হর্সপাওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন এই ট্রেনটি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী হাইড্রোজেনচালিত ট্রেন। এতে প্রায় ২,৬০০ জন যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন।

এই প্রকল্পের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, ট্রেনটি সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নকশা ও নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি জিন্দে দেশীয় প্রযুক্তিনির্ভর হাইড্রোজেন সংরক্ষণ ও রিফুয়েলিং পরিকাঠামোও গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের লক্ষ্য পূরণেও এই প্রকল্প ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## দক্ষিণ ত্রিপুরা পুলিশ সুপারকে বিরোধী দলনেতার মন্তব্যের নিন্দা, নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই ।।** দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর করা অবমাননাকর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ত্রিপুরা অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই ধরনের মন্তব্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে এবং দায়িত্ব পালনরত আধিকারিকদের মনোবলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

এক বিবৃতিতে অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, সরকারি দায়িত্ব পালনরত একজন আইপিএস আধিকারিককে 'ইডিয়ট' বলে উল্লেখ করার ঘটনায় তারা উদ্বিগ্ন। সংগঠনের মতে, একজন সাংবিধানিক পদে থাকা জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে এমন ভাষা প্রত্যাশিত নয় এবং এটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থাকে দুর্বল করতে পারে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার আইন ও সরকারি নিয়ম মেনে নিজের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। কোনও আধিকারিক যখন সরকারি দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন, তখন তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## পুলিশ সুপারকে মন্তব্যে দুঃখ প্রকাশ বিরোধী দলনেতার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই ।।** চোত্তাখলাতে ঘটে যাওয়া ঘটনায় আমি গভীরভাবে দুঃখিত। তবে দায়িত্বশীল আধিকারিকের কর্তব্যের নির্লিপ্ততায় আমাকে রাজপথে দাঁড়িয়ে কটু কথা বলতে বাধ্য করা হয়েছে। বিলোনিয়ার চোত্তাখলাতে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রসঙ্গে এমনটাই বললেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

দ্য অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশন, ত্রিপুরা চ্যাপ্টার বিরোধী দলনেতার মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিলেও, তার জবাবে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, তিনি ওই সংগঠনের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তবে কোনও আধিকারিকের কর্তব্যে গাফিলতি যেন গোটা প্রশাসন বা পুলিশ বাহিনীর সুনাম নষ্ট না করে, সেদিকেও সংগঠনের নজর রাখা উচিত। তিনি দাবি করেন, কোনও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে নয়, বরং পরিস্থিতির কারণে তাঁকে কঠোর ভাষায় মন্তব্য করতে হয়েছে। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## রথযাত্রার শোভাযাত্রায় অসুস্থ হয়ে তরুণীর মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ জুলাই ।।** ধর্মনগরে ইসকনের রথযাত্রা উৎসব চলাকালীন এক মর্মান্তিক ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৯ বছর বয়সী তরুণী তৃষা ভৌমিকের। রথের শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়ার সময় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। দ্রুত তাকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জানা গেছে, তৃষা ভৌমিকের বাড়ি ধর্মনগর রেলগেট এলাকায়। শুক্রবার রথযাত্রার শোভাযাত্রায় অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে অংশ নেওয়ার সময় আচমকাই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। উপস্থিত ভক্ত ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।

ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. হীরক দেবনাথ জানান, মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই প্রকৃত মৃত্যুর কারণ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## হয়নি বকেয়া বিল পরিশোধ, এমডির বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ

## বিদ্যুৎ নিগমের ঠিকাদারদের অনির্দিষ্টকালের হরতালের ডাক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই ।।** দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া বিল পরিশোধ না হওয়ার অভিযোগে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড (টিএসইসিএল)-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন ঠিকাদারেরা। বিদ্যুৎ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি)-র বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা ও পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ তুলে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ঘোষণা করল টিএসইসিএল কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন। তাদের দাবি, আগামীকাল থেকে প্রথম পর্যায়ে আগরতলা সার্কেলের ঠিকাদারেরা কর্মবিরতিতে সামিল হবেন। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে রাজ্যের অন্যান্য সার্কেলের ঠিকাদারেরাও একই আন্দোলনে যোগ দেবেন।

আজ অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্ব অভিযোগ করেন, এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিপুল পরিমাণ বকেয়া বিল পরিশোধ করা হচ্ছে না। বারবার দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। এর আগে একই দাবিতে কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হলেও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বকেয়া বিল দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

Prof. (Dr.) Manik Saha

CHIEF MINISTER OF TRIPURA
AGARTALA - 799010

নাগরিকদের প্রতি আবেদন

প্রিয় ত্রিপুরাবাসী,

আমরা যখন উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করছি, ঠিক সেই সময় আমাদের দেশ এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি 'জনগণনা ২০২৭' বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরার প্রতিটি নাগরিকের প্রতি আমার আন্তরিক আহ্বানআমাদের রাজ্যের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করতে এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন।

জনগণনা শুধু গণনার একটি প্রক্রিয়া নয়, এটি একটি উন্নত, পরিকল্পিত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। জনগণনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করেই সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমার্জন এবং কার্যকর বাস্তবায়ন করে। মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে আবাসন, শিক্ষার পরিকাঠামোর উন্নয়ন কিংবা গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণএসব গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন জনগণনা থেকে প্রাপ্ত তৃণমূলস্তরের (মাইক্রো-লেভেল) তথ্যের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই একটি শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল 'এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা" গড়ে তুলতে প্রতিটি পরিবারের সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

আমাদের দেশের ইতিহাসে এই প্রথম জনগণনা সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হতে যাচ্ছে। রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তর—প্রধান জনগণনা আধিকারিক (জেলা শাসক এবং আগরতলা পুর নিগমের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার), জেলা জনগণনা আধিকারিক (অতিরিক্ত জেলা শাসক), মহকুমা জনগণনা আধিকারিক (মহকুমা শাসক), স্থানীয় চার্জ আধিকারিকগণ (সিইও/বিডিও/ইও), সুপারভাইজার এবং এনিউমারেটরগণআধুনিক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ও অনলাইন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম (**CMMS**)-এর মাধ্যমে এই জনগণনা কার্যক্রম সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছেন।

এই জনগণনা কার্যক্রমের কাঠামোগত ভিত্তিযার মধ্যে নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করা **Master Juris-dictional Baseline** এবং গ্রাম ও ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণের কাজ চূড়ান্ত হয়েছে। এখন এই বৃহৎ জাতীয় কর্মযজ্ঞের সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে আপনাদের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের উপর।

আমি রাজ্যের সমস্ত গ্রাম, বিধিবদ্ধ শহর (**Statutory Town**), মিউনিসিপ্যাল এলাকা ও ব্লকের সকল নাগরিকের প্রতি আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি - জনগণনা কর্মীরা যখন আপনাদের বাড়িতে যাবেন, তখন তাঁদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করুন এবং সঠিক, সত্য ও সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করুন। আপনার এবং আপনার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সঠিক গণনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে আপনি রাজ্যের উন্নয়ন, সঠিক নীতি প্রণয়ন এবং আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নে সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। আসুন, আমরা সকলে এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব পালনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একযোগে অংশগ্রহণ করি। আজকের দিনে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহন ত্রিপুরার আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উজ্জ্বল, সুপরিকল্পিত ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করবে।

"জনগণনা থেকে জনকল্যাণ"

ICA/D-578/26-27

প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহা

CMYK

Page 1.pmd 1 17-07-2026, 01:07

জাগরণ আগরতলা ১৭ জুলাই, ২০২৬ ইং
৩২ আষাঢ়, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

## বাংলাদেশে কারাবন্দি সাংবাদিকদের মুক্তি চাই

৫টি আন্তর্জাতিক সংস্থা (অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, আর্টিকেল ১৯, সিভিকাস, সিপিজে এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ) বাংলাদেশে কারাবন্দি চার সাংবাদিকফারজানা রূপা, মোজাম্মেল বাবু, শাকিল আহমেদ ও শ্যামল দত্তের বিরুদ্ধে চলমান তদন্ত প্রত্যাহার এবং তাহাদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানাইয়াছে।আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (আইসিটি) ফারজানা রূপা ও মোজাম্মেল বাবুর বিরুদ্ধে চলা তদন্তসহ চার সাংবাদিকের বিরুদ্ধে আনা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ অবিলম্বে প্রত্যাহার করিতে হইবে।কোনো রাজনৈতিক ঘটনার সংবাদ কভারেজ বা সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তকে 'মানবতাবিরোধী অপরাধ' হিসাবে বিচার করা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের পরিপন্থী। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে মামলা ও গণ এফআইআর দায়ের বন্ধ করিয়া দেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করিতে হইবে।

কারাবন্দি বাংলাদেশি সাংবাদিক মোজাম্মেল বাবু ও ফারজানা রূপার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল এ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা প্রত্যাহারের আহ্বান জানাইয়াছে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার বিষয়ক ৫টি আন্তর্জাতিক সংস্থা। একই সঙ্গে তাহারা বিনা বিচারে আটক থাকা চার সাংবাদিককেও অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানাইয়াছে।যৌথ বিবৃতিতে এই সংগঠনগুলি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছে, সাংবাদিকরা যেন তাহাদের পেশাগত প্রতিবেদনের কারণে কোনও ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি না হন বিশেষ করিয়া মানবতাবিরোধী অপরাধের মতো গুরুতর অভিযোগে। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী মানবাধিকার পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলি

হইল অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, আর্টিকেল ১৯, সিভিকাস: ওয়ার্ল অ্যালায়েন্স ফর সিটিজেন পার্টিসিপেশন, কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টস এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।এই পাঁচ সংগঠনের যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, ২০১৩ সালের ৫ ও ৬ মে রাজধানীর শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে পরিচালিত নিরাপত্তা অভিযানের সংবাদ কভারেজের জেরে রূপা ও বাবুর বিরুদ্ধে আইসিটিতে তদন্ত চলিতেছে। প্রসিকিউশনের অভিযোগ, তাঁহারা নিহতের সংখ্যা নিয়া 'বিভ্রান্তিকর তথ্য' ছড়াইয়া মানবতা-বিরোধী অপরাধ করিয়াছেন। এই মামলায় গত ১৪ মে তাঁহাদের গ্রেপ্তার দেখানো

হইলেও এখন পর্যন্ত কোনও অভিযোগপত্র বা প্রমাণ হাজির করা হয়নি।বিবৃতিতে এই সংস্থাগুলি বলিয়াছে, কোনও রাজনৈতিক বা বিতর্কিত ঘটনার সংবাদ প্রচার বা সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করা এবং মানবতা-বিরোধী অপরাধ হিসাবে তাহার বিচার করা আইনগত ভাবে ভুল। এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী। সংস্থাগুলির মতে, রূপা এবং বাবুর বিরুদ্ধে আইসিটি-তে নেওয়া এই পদক্ষেপ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির ইন্টারন্যাশনাল কোভেন্যান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস পরিপন্থী।

ঢাকায় মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি বাংলাদেশের চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসে (জানুয়ারি-জুন) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মানবাধিকার সংক্রান্ত রিপোর্টের নির্যাস তুলিয়া ধরিয়া জানাইয়াছেন, গত ৬ মাসে বাংলাদেশে ২০০টি হামলার ঘটনায় ৩৮৩ সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হইয়াছেন। এইসব ঘটনায় আহত

হইয়াছেন ২৩৪ জন, লাঞ্ছনার শিকার হইয়াছেন ৬০ জন, হুমকির সম্মুখীন হইয়াছেন ৪৯ জন সাংবাদিক। একই সময়ে ১১ জন সাংবাদিককে আটক করা

হইয়াছে। এই রিপোর্টে আরও জানানো হয়, ২০২৫-এর প্রথম ছয় মাসে ১৫২টি ঘটনায় ২৫৭ জন সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানির শিকার

হইয়াছিলেন। আহত হইয়াছিলেন ১১১ সাংবাদিক।

এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে, গত ছয় মাসে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর ৫০টি হামলার ঘটনায় ৫৬ জন আহত হইয়াছেন। এই সময়ে ১৯টি মন্দির, ১৫টি প্রতিমা এবং সংখ্যালঘুদের ৪৩টি বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর করা হইয়াছে। ৪টি জমি দখলের ঘটনা ঘটিয়াছে। ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর ১০টি হামলায় ৪ জন আহত

হইয়াছিলেন। ওই বছর ১টি মন্দির, ১১টি প্রতিমা ও ১৮টি বসতবাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ, মানবাধিকার সংস্থাটির রিপোর্ট বলছে, তারেক রহমানের আমলে সংখ্যালঘুদের উপরে হামলা-নির্যাতন মাত্রাছাড়া হইয়াছে।দেশের মূলধারার ১৬টি জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, তথ্য ও ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং রিপোর্টের ভিত্তিতে ছয় মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করিয়া এই তথ্য সংকলন করা হইয়াছে বলিয়া জানাইয়াছে এইচআরএসএস। রিপোর্টে আরও বলা হয়, বাংলাদেশে গত ৬ মাসে মব-সহিংসতা ও গণপিটুনির ২৬১ ঘটনায় অন্তত ১৩৩ জন নিহত হইয়াছেন। আহত হয়েছেন ২৫৬ জন।

## চণ্ডীপুরে বিজেপি মণ্ডল কার্যালয়ের শুভ গৃহপ্রবেশ, উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী টিংকু রায়

কৈলাসহর, ১৬ জুলাই: পূজার্চনার মধ্য দিয়ে ঊনকোটি জেলার চণ্ডীপুরে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নতুন মণ্ডল কার্যালয়ের শুভ গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন রাজ্যের সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ঊনকোটি জেলা সভাপতি বিমল কর, চণ্ডীপুর মণ্ডল সভাপতি পিন্টু ঘোষসহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা।

দলীয় নেতৃত্বের দাবি, নতুন কার্যালয় চালু হওয়ার ফলে চণ্ডীপুর মণ্ডলে সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী হবে এবং জনসংযোগ বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, নতুন মণ্ডল কার্যালয় দলের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে দলের যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় করতে সহায়ক হবে। অনুষ্ঠানে বিজেপির ঊনকোটি জেলা সভাপতি বিমল কর, চণ্ডীপুর মণ্ডল সভাপতি পিন্টু ঘোষসহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দলীয় নেতৃত্বের আশা, এই নতুন কার্যালয় চণ্ডীপুর মণ্ডলে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এবং জনসংযোগ সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

# ইউকে-এর সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি, ভারতের প্রতিটি নাগরিকের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার

ভারতের প্রায় সমস্ত রপ্তানি পণ্য ইউকে-এর বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পায়। এর ফলে দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কৃষক, মৎস্যজীবী, উদ্ভাবক, মহিলা উদ্যোক্তা এবং শ্রমনির্ভর শিল্পগুলির সামনে বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হবে। কারণ আজ থেকেই কার্যকর হচ্ছে ঐতিহাসিক কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক অ্যান্ড ট্রেড এগ্রিমেন্ট (সিইটিএ)।

এটি ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বিস্তৃত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট)। এই চুক্তির মাধ্যমে বিপুল কর্মসংস্থান ও ব্যবসায় সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করবে। এর ফলে ধীরে ধীরে ভারতীয় উৎপাদকরা সুস্থ ও ইতিবাচক প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হবেন, যার সুফল হিসেবে দেশের নাগরিকরা প্রতিযোগিতামূলক দামে উন্নতমানের পণ্য পাওয়ার সুযোগ পাবেন। এর মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বিকশিত ভারত ২০৪৭' অভিযানের গতি আরও বাড়বে।

এই চুক্তি নিয়ে শিল্পমহলে ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই যুক্তরাজ্যের উদ্দেশ্যে রপ্তানি শুরু করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। রত্ন ও গয়না শিল্পের রপ্তানিকারকদের আশা, আগামী তিন বছরের মধ্যে ইউকে তাদের রপ্তানি ২৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫০ কোটি মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে। অন্যদিকে, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের রপ্তানিও আগামী ৪-৫ বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৭৫০ কোটি মার্কিন ডলারে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের উপস্থিতিতে গত বছর স্বাক্ষরিত এই উভয়পক্ষের জন্য লাভজনক চুক্তির ফলে অবিলম্বে প্রায় ৯৯ শতাংশ শুল্কসীমায় শুল্ক তুলে নেওয়া হয়েছে, যা দুই দেশের বাণিজ্যের প্রায় ১০০ শতাংশ মূল্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে গিয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিরতা থাকা সত্ত্বেও ভারতের রপ্তানি ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তরুণদের মেধা, বিশ্বজোড়া সম্ভাবনা এই জনমুখী মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) ১৫ জুলাই কার্যকর হচ্ছে, এদিনটি ওয়ার্ল ইয়ুথ স্কিল ডে হিসেবেও পালিত হয়। একই দিনে ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদী স্কিল ইন্ডিয়া মিশন চালু করেছিলেন, যার লক্ষ্য দেশের যুবসমাজকে শুধু ভারতে নয়, বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা, নেতৃত্ব এবং অবদান রাখার জন্য দক্ষ করে তোলা। ভারতের যুবসমাজের সুবিধার্থে যুক্তরাজ্য তাদের ইতিহাসের অন্যতম বিস্তৃত পরিষেবা খাতের বাজার উন্মুক্ত করেছে। এতে প্রধান পরিষেবা ক্ষেত্র এবং ভারতের রপ্তানি-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ১৩৭টি উপখাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর ফলে তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি), আইটি-সক্ষম পরিষেবা, আর্থিক পরিষেবা, পেশাদার পরিষেবা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, প্রকৌশল, টেলিযোগাযোগ এবং পরামর্শ পরিষেবা খাতে ভারতীয় সংস্থাগুলি আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা ও নীতিগত স্থিতিশীলতা পাবে। কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত-সিইটিএ কার্যকর হওয়ার ফলে রত্ন ও গয়না, বস্ত্র, চামড়া ও জুতো, জৈব রাসায়নিক, প্লাস্টিক, অটো পার্টস, হস্তশিল্প এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মতো শ্রমনির্ভর খাতগুলির বাজার আরও প্রসারিত হবে। এর ফলে দেশের যুবসমাজের জন্য বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। বিশ্বব্যাপী মূল্য শৃঙ্খলে ভারতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা উন্নত করার মাধ্যমে সিইটিএ ভারতীয় যুবকদের আন্তর্জাতিক বাজারে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সুযোগ প্রদান করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরও শক্তিশালী করবে। সিইটিএ-র একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ডাবল কনট্রিবিউশন কনভেনশন। এই ব্যবস্থার ফলে অস্থায়ীভাবে যুক্তরাজ্যে কর্মরত ভারতীয় কর্মী ও তাঁদের নিয়োগকর্তাদের সেখানে দ্বৈত সামাজিক সুরক্ষা (স্যোশাল সিকিউরিটি) অবদান জমা দিতে হবে না। এর ফলে ৭৫ হাজারেরও বেশি ভারতীয় পেশাজীবী এবং ৯০০-র বেশি সংস্থা উপকৃত হবে। স্থানীয় উৎপাদন, বিশ্ববাজারে বিক্রি- ভারতীয় কৃষকদের জন্যও এই চুক্তি বড় সুযোগ এনে দেবে। ইউকে-এর ৩৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কৃষিপণ্যের বাজারে সহজ প্রবেশাধিকার পাওয়ায় ভারতীয় দুগ্ধজাত পণ্য, চা, কফি, মশলা, ফল, শাকসবজি, ফলের রস, মাংস এবং প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্যের রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। যুক্তরাজ্যের প্রায় ৯৫ শতাংশ কৃষিপণ্য আমদানির বাজার ভারতের জন্য শুল্কমুক্ত হবে। আগামী তিন বছরে এই বাজারে ভারতের রপ্তানি ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষিভিত্তিক মূল্য শৃঙ্খলে অসংখ্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

তবে দুগ্ধজাত পণ্য, শাকসবজি, আপেল, ভোজ্য তেল, ওটস, মিলেটসহ একাধিক কৃষিপণ্যকে "সংবেদনশীল তালিকায়" রাখা হয়েছে। এসব পণ্যে যুক্তরাজ্যকে কোনও শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়নি। খাদ্য নিরাপত্তা, অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্যস্থিতি এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ছোট ও মাঝারি শিল্পের (এসএমএইএস) জন্য নতুন সম্ভাবনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবসময়ই দেশের ছোট ও মাঝারি শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারতের মোট রপ্তানির ৪৫.৮ শতাংশই এসেছে এই খাত থেকে। সিইটিএ-তে ছোট ও মাঝারি শিল্পের জন্য একটি পৃথক অধ্যায় রাখা হয়েছে, যার মাধ্যমে দ্রুত শুল্ক নিষ্পত্তি, ডিজিটাল ব্যবস্থা ও কাগজবিহীন বাণিজ্যকে উৎসাহিত করা হবে। শুধু অগ্রাধিকারমূলক বাজার-সুবিধাই নয়, বাণিজ্য, শিক্ষা, অর্থায়ন, ডিজিটাল দক্ষতা, ব্যবসায়িক পরিকাঠামোসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলিও আরও শক্তিশালী হবে।

মৎস্যজীবীদের জন্য বড় সুযোগ- সিইটিএ ভারতের মৎস্য ও জলচাষ খাতের জন্যও অত্যন্ত লাভজনক হতে চলেছে। এই খাতের উপর নির্ভরশীল প্রায় ২ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষের জীবিকায় ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। ইউকে-এর বাজারে সহজ প্রবেশাধিকার এবং রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক, ওড়িশা এবং মহারাষ্ট্রের মৎস্যজীবীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। এর ফলে ভারতের সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানি যেমন বাড়বে, তেমনই উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মৎস্যজীবীদের জীবনমানও উন্নত হবে।



(লেখক: শ্রী পীযূষ গোয়েল কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী)

নারীর ক্ষমতায়নে নতুন দিশা- এই ঐতিহাসিক চুক্তি শুধু একটি প্রচলিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নতিতে নারীদের অবদানকেও স্বীকৃতি দেয়। এর লক্ষ্য নারীদের জন্য আরও বেশি সুযোগ ও সুবিধা নিশ্চিত করা। দুই দেশই নারীদের বাজার ও উদীয়মান শিল্পে অংশগ্রহণ বাড়ানো, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং তাঁদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একযোগে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক অ্যান্ড ট্রেড এগ্রিমেন্ট (সিইটিএ) কেবল একটি বাণিজ্য চুক্তি নয়; এটি ভারতের সক্ষমতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি এক দৃঢ় আস্থার প্রতীক। এটি এমন এক নতুন ভারতের প্রতিচ্ছবি, যে শুধু বৈশ্বিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করছে না, বরং সেই বাণিজ্যের ভবিষ্যৎও গড়ে তুলছে। কৃষক, মৎস্যজীবী, শ্রমিক, মহিলা উদ্যোক্তা, ছোট ও মাঝারি শিল্প, পেশাজীবী এবং যুবসমাজকে আরও শক্তিশালী করে এই চুক্তি দেশের প্রতিটি প্রান্তের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য নতুন সুযোগের সৃষ্টি করবে।

# ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মেঘ উধাও 'মনসুন ব্রেক' নিয়ে কেন উদ্বেগ?

চন্দন কুমার জাজওয়াড়ে

পশ্চিমবঙ্গে যখন টানা বৃষ্টি, তখন সারা ভারতে আবহাওয়ার পরিস্থিতি বেশ উদ্বেগজনক। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, "মনসুন ব্রেক"-এর কারণে, পশ্চিম-উত্তর এবং মধ্য ভারতে আগামী বহু দিন বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। যার জেরে প্রকট হতে পারে খরা পরিস্থিতি। আবহাওয়ায় এই আচমকা পরিবর্তন বিশেষজ্ঞদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলছে। তার কারণ, এমন সময়ে এই পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে যখন ভারতে মৌসুমী বৃষ্টিপাত গড়ের চেয়ে এমনিতেই অনেক কম।

আবহাওয়া দফতরের তরফে শনিবার জানানো হয়েছে, আগামী ছয় থেকে সাত দিন বৃষ্টিপাত কম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে উত্তর-পশ্চিম ভারত, পশ্চিম-মধ্য ভারত এবং ভারতের দক্ষিণ উপদ্বীপ অঞ্চলে। বৃষ্টির মরসুমে এই ধরনের পরিবর্তন কতটা গুরুতর এবং তার কী প্রভাব হতে পারে, তা খুঁটিয়ে দেখা যাক।

"লাইভ ওয়েদার অফ ইন্ডিয়া" নামক একটি বেসরকারি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নবদীপ দাহিয়া "এক্স" সমাজমাধ্যমে লেখেন,'জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের স্যাটেলাইট ছবি অত্যন্ত উদ্বেগজনক।'

ভারতের স্যাটেলাইট ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে শুরু করে দেশের ভিতরের দিকে অবস্থিত "কোর মনসুন জোন", কোথাও কোনো বৃষ্টিপাত নেই। আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর, উভয় জায়গাতেই মেঘের উপস্থিতি নগণ্য। দৃশ্যটি দেখে মনে হচ্ছে যেন ১২ই জুলাই নয়, বরং ১২ই এপ্রিলের সকাল। ১৮ই জুলাইয়ের আগে পরিস্থিতির উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই।

আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, আসন্ন দিনে দিল্লি, তার সংলগ্ন জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে এবং দেশের অন্যান্য জায়গায় বৃষ্টিপাত আরো কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়ায় এই পরিবর্তন এসেছে "মনসুন ব্রেকের" কারণে। যদিও এটি সচরাচর দেখা যায়, তবু এই বছর এটি অস্বাভাবিক। আবহাওয়াবিদ এবং স্কাইমেট ওয়েদারের প্রধান মহেশ পাহলাওয়াত বিবিসি নিউজ হিন্দিকে জানিয়েছেন ১৯-২০শে জুলাই পর্যন্ত পশ্চিম-উত্তর ও মধ্য ভারতে বৃষ্টিপাতের কোনো সম্ভাবনা নেই। এর কারণে, দিল্লি এবং তার সংলগ্ন জাতীয় রাজধানী অঞ্চল বা এনসিআর-সহ একাধিক জায়গায় বৃষ্টিপাত মারাত্মক ভাবে প্রভাবিত হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। তার সঙ্গে, দিল্লি এনসিআর অঞ্চলে তাপমাত্রা ৩৭ থেকে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকতে পারে। মি. পাহলাওয়াত জানান, "জুলাই এবং অগাস্ট মাসে মনসুন ব্রেক এক-দুবার হয়ই। গত কয়েক বছর ধরে, মনসুন ব্রেক পুরপুরি হচ্ছে না। এখন উত্তর-পশ্চিম ভারতে এবং মধ্য ভারতে বৃষ্টি নেই, কিন্তু পূর্ব ভারতে বৃষ্টি হচ্ছে।'

কৃষকদের উদ্বেগও ক্রমশ বাড়ছে। কারণ, এখন খরিফ ফসল অর্থাৎ বর্ষাকালের ফসলের মৌসুম। এই সময়ে, কৃষিকাজের একটি বড় অংশই বর্ষার বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। মি. পাহলাওয়াতের মতে, এই এলাকাগুলিতে বর্ষা পুনরায় সক্রিয় হওয়ার পরই আবার বৃষ্টি হতে পারে। উনি জানান, 'এই পরিস্থিতিতে পাহাড়ের পাদদেশে ভারী বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু মধ্য ও পশ্চিম ভারতের আবহাওয়া প্রায় পুরোপুরি শুষ্ক হয়ে যায়। এ সময় আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমে যায়। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে বৃষ্টি থেমে যায় এবং আকাশ অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে ওঠে।' 'জুলাইয়ের ১৯-২০ তারিখ এই মনসুন দক্ষিণ দিকে এগোবে। তখন এসব এলাকায় আবার বৃষ্টিপাত শুরু হতে পারে।'

কত বড় চিন্তা মনসুন ব্রেক? মনসুন ব্রেকের কারণে বিভিন্ন মহলের অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভার সংসদ সদস্য সাগরিকা ঘোষ সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আপাতত মৌসুমি বায়ুর প্রবাহ থমকে গিয়েছে। জুলাই মাসে মৌসুমি বায়ুর এই দুর্বলতা কৃষি, জল নিরাপত্তা এবং গ্রামীণ মানুষের জীবিকার ওপর ঝুঁকি তৈরি করছে। নরেন্দ্র মোদী সরকারের কি এ বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা আছে? আমি বিষয়টি সংসদে তুলে ধরব।' সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন ২০শে জুলাই শুরু হয়ে ১৩ই অগাস্ট পর্যন্ত চলবে। যদিও ততদিনে হয়তো বর্ষার বৃষ্টিপাত আবার শুরু হয়ে যাবে, তবে তা না ঘটলে বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করা হতে পারে। চলতি বছরের জুন মাসে ভারতে গড়ের চেয়ে প্রায় ৪০ শতাংশ কম বৃষ্টিপাত হয়েছিল। তবে এরপর থেকে নয়ই জুলাই পর্যন্ত ভালো বৃষ্টিপাত হয়েছে। এর ফলে, নয়ই জুলাই নাগাদ বৃষ্টিপাতের ঘাটতি ছিল মাত্র ১২ শতাংশ। তবে মনসুন ব্রেকের কারণে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি আবারও অত্যন্ত উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। মহেশ পাহলাওয়াত বলেন, 'মনসুন ব্রেক নিয়মিত হলেও, এবার এর উপর "এল নিনোর" প্রভাব কাজ করছে। মৌসুমি বায়ু এমনিতেই দুর্বল এবং এবারের বেকটি দীর্ঘস্থায়ী। সাধারণত মনসুন ব্রেক এত দীর্ঘ হয় না।' 'সাধারণত বৃষ্টি চার-পাঁচ দিনের জন্য ওপরের দিকের এলাকায় শিফট হয়ে যায় এবং তারপর আবার নিচে নেমে আসে। কিন্তু এবার এটি দশ দিন ধরে চলবে, যার ফলে একটি লম্বা ব্রেক হয়ে যাবে। এতটা লম্বা ব্রেক হওয়া উচিত নয়।' তিনি জানিয়েছেন যে, এর ফলে মৌসুমি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও কমে যাবে। এল নিনো একটি জটিল প্রাকৃতিক আবহাওয়া-সংক্রান্ত ঘটনা। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের সামুদ্রিক জল যখন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উষ্ণ হয়ে ওঠে, তখন এল নিনোর সৃষ্টি হয়। এর প্রভাবে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং ট্রেড উইন্ডস দুর্বল হয়ে পড়ে। তার ফলে, বিশ্বজুড়ে বৃষ্টিপাতের ধরণে পরিবর্তন আসে। এল নিনো ভারতীয় উপমহাদেশের বায়ুর চাপের ওপর প্রভাব ফেলে। প্রায়ই দেখা যায় যে, এর প্রভাবে মৌসুমি বায়ু দুর্বল হয়ে যায়, যার জেরে দেশের অনেক অঞ্চলে খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।



মনসুন ব্রেক কেন হয়? মৌসুমি বায়ুর প্রবাহে সাময়িক বিরতি বা "মনসুন ব্রেক" একটি সাধারণ আবহাওয়া-সংক্রান্ত ঘটনা। বেশি শক্তিশালী বাতাসের প্রভাবে মৌসুমি বায়ুর প্রবাহ ব্যাহত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। মহেশ পাহলাওয়াত বলেন, 'বাতাসের অভিমুখের কারণেই মৌসুমি বায়ুর প্রবাহে এমন বিরতি দেখা দেয়। পশ্চিমা বায়ু প্রবল হয়ে উঠলে তা মনসুন টার্ফকে উত্তর দিকে ঠেলে দেয়।' মৌসুমি বায়ু ভারতীয় উপমহাদেশের উপর যে বিস্তীর্ণ চাদরের মতো প্রভাব বিস্তার করে, তাকে "মনসুন টার্ফ" বলে অভিহিত করা হয়। তিনি আরও জানান, যদি ঘূর্ণিঝড়জনিত নিম্নচাপের মতো কোনো নতুন, বেশি প্রভাবশালী ওয়েদার সিস্টেম তৈরি হয়, তবে তা মৌসুমি বায়ুকে দক্ষিণ দিকে টেনে আনে। তিনি বলেন, 'বঙ্গোপসাগরে যদি কোনও ঘূর্ণিঝড়জনিত আবহাওয়া ব্যবস্থা তৈরি হয় এবং তা স্থলভাগের দিকে এগোয়, সেটি মৌসুমি বায়ুকে টেনে আনবে। এর ফলে আবারও বৃষ্টিপাত শুরু হবে।' 'এই মুহূর্তে মৌসুমি অক্ষরেখার পশ্চিমাংশ পাহাড়ি অঞ্চলের ওপর অবস্থান করছে এবং পূর্বাংশ দক্ষিণে রয়েছে। তাই উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের পূর্ব অংশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। তবে অনেক এলাকায় শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে।' ২০২৭ সাল পর্যন্ত থাকতে পারে এল নিনোর প্রভাব এখনও পর্যন্ত চলতি বছরে স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টিপাতের অন্যতম কারণ হিসেবে এল নিনোর প্রভাবকে ধরা হচ্ছে। ১১ই জুন প্রকাশিত বিবিসির একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওশিয়ানিক অ্যান্ড অ্যাটমসফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনওএএ) জানিয়েছে, বছরের বাকি সময়ে এল নিনো আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। একাধিক পূর্বাভাস অনুযায়ী, এটি রেকর্ডে থাকা সবচেয়ে শক্তিশালী এল নিনো ঘটনাগুলির অন্যতম হয়ে উঠতে পারে। মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে কয়েক দশক ধরে সারা বিশ্বে গড় তাপমাত্রা বাড়ছে। তার মধ্যে, ২০২৭ সালে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি গরম পড়তে পারে। অনেকে আশঙ্কা করছেন, এর প্রভাব আবহাওয়া, খাদ্য সরবরাহ এবং বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির ওপর পড়বে। প্রশান্ত মহাসাগরে নিরক্ষরেখা সংলগ্ন উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি হওয়ার পরেই এনওএএ-এর বিজ্ঞানীরা এল নিনোর একটি নতুন পর্যায় শুরু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছিলেন। বিজ্ঞানীরা বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থারও পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনায় মধ্য প্রশান্ত অঞ্চলে বায়ুচাপ কম রেকর্ড করা হয়েছে। জাপান আবহাওয়া সংস্থাও জানিয়েছে, বর্তমানে এল নিনো পরিস্থিতি চলছে।

এনওএএ-র মতে, এই এল নিনো "অত্যন্ত শক্তিশালী" রূপ নেওয়ার সম্ভাবনা ৬৩ শতাংশ। সংস্থাটি জানিয়েছে, তা হলে ১৯৫০ সালের পর থেকে নথিভুক্ত সবচেয়ে বড় এল নিনো ঘটনাগুলির মধ্যে এটি একটি হবে। অনুমান করা হচ্ছে, এই পরিস্থিতি অন্তত ২০২৭ সালের শুরুর দিক পর্যন্ত বজায় থাকবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

# গবেষণা, উদ্ভাবন এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার আরও সম্প্রসারিত করতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণে নজরদারি আরও কঠোর করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হল-১-এ ত্রিপুরা স্টেট কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং ত্রিপুরা স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

বৈঠকের শুরুতে ত্রিপুরা স্টেট কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সচিব চৈতন্য মূর্তি স্বচিত্র উপস্থাপনার মাধ্যমে পরিষদের বিভিন্ন কাজকর্ম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারে গৃহীত উদ্যোগ, গবেষণা ও উদ্ভাবনমূলক কর্মকাণ্ড, বিজ্ঞান নগরী (সায়েন্স সিটি), উদয়পুর বিজ্ঞান কেন্দ্র, সুকান্ত একাডেমি, মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহার, বিজ্ঞানভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। উপস্থাপনায় বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ে তোলা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ, বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ এবং আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের বিষয়েও আলোকপাত করা হয়।

পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি। তাই গবেষণা, উদ্ভাবন এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার আরও সম্প্রসারিত করতে হবে। বিজ্ঞানকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে তোলার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুণগত মান বজায় রেখে বাস্তবায়ন এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন।

ত্রিপুরা স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রধান সচিব কে. শশী কুমার স্বচিত্র উপস্থাপনার মাধ্যমে বিস্তারিত তুলে ধরেন। উপস্থাপনায় বায়ু, জল ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবেশগত অনুমোদন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ, দূষণ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং পরিবেশ আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

বৈঠকে এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রতিনিয়ত নজরদারি চালিয়ে যেতে হবে। হাসপাতাল, নার্সিংহোম, শিল্প-কারখানা, হোটেল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জৈব-চিকিৎসা বর্জ্য ও বিপজ্জনক বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশ সংক্রান্ত বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে নিয়মিত তদারকি চালানোর জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে আরও বেশি সচেতন করতে হবে। পরিবেশ রক্ষাকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার এলাকা এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে সম্পৃক্ত করে ধারাবাহিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। একইসঙ্গে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে জনগণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

তিনি একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, স্বর্ণকারদের কর্মক্ষেত্র থেকে নির্গত দূষণকারী ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান কার্যকর করা, বাজার এলাকাগুলোতে সার্বিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত নজরদারি জোরদার করার নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশপাশে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ, নির্মাণস্থলে বায়ু ও শব্দদূষণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, সকল যানবাহনের দূষণ নিয়ন্ত্রণ শংসাপত্র (পিইউসি) নিশ্চিত করা এবং ইটভাটাগুলিতে নির্ধারিত জিগ-জ্যাগ প্রযুক্তি অনুসরণ করা হচ্ছে কি না তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও সুইমিং পুল ও বিভিন্ন জলাশয়ের জলের গুণগত মান নিয়মিত পরীক্ষা, মাটি কাটার আগে প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ নিশ্চিত করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় আরও জোরদার করার নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের সমন্বিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে রাজ্যে একটি পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে সমন্বয়ের ভিত্তিতে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

বৈঠকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মাও আলোচনায় অংশ নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার এবং পরিবেশ সংরক্ষণে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগকে আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বৈঠকে সচিব অপূর্ব রায়, ত্রিপুরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য সচিব বিশু কর্মকার সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অন্যান্য উর্ধতন আধিকারিক, ত্রিপুরা স্টেট কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং ত্রিপুরা স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

# বর্ষাকালীন অধিবেশনের কার্যসূচী থেকে বাদ সীমা পুনর্নির্ধারণ ও নারী সংরক্ষণ বিল

অভিজিৎ রায় চৌধুরী
নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই : সংসদে প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন নিশ্চিত হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে কেন্দ্র সরকার আসন্ন বর্ষাকালীন অধিবেশনের কার্যসূচি থেকে সংবিধান (১৩১তম সংশোধনী) বিলকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বিলের লক্ষ্য ছিল লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলির আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং ২০২৮ সাল থেকে নারী সংরক্ষণ আইন কার্যকর করার পথ সুগম করা।

আগামী ২০ জুলাই থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

সরকারি সূত্রের দাবি, সংবিধান সংশোধনী বিলের পরিবর্তে এবারের অধিবেশনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ফরেন কন্টিবিউশন (রেগুলেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬, যার মাধ্যমে ২০১০ সালের বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইনে সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিলটি চলতি বছরের ২৫ মার্চ লোকসভায় উত্থাপিত হয়েছিল।

এছাড়াও কার্যসূচীতে রয়েছে 'বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান বিল, ২০২৫', যেখানে উচ্চশিক্ষায় উৎকর্ষ, গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে একটি হায়ার এডুকেশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য স্বচ্ছ স্বীকৃতি ব্যবস্থা এবং অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থাও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সরকার রেজিস্ট্রেশন অব বার্থস অ্যান্ড ডেথস (সংশোধনী) বিল, ২০২৬-ও বিবেচনার জন্য আনছে। এই বিলে ১৯৬৯ সালের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইনের ১৩(৩) ধারার আওতায় বিলম্বিত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে আরও কঠোর বিধান আনার প্রস্তাব রয়েছে।

অধিবেশনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল হিসেবে প্রিভেনশন অব ইনসাল্টস টু ন্যাশনাল অনার (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ তালিকাভুক্ত হয়েছে। এই বিলের মাধ্যমে জাতীয় প্রতীক ও জাতীয় সম্মানের অবমাননা সংক্রান্ত ১৯৭১ সালের আইনে সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।তবে সংবিধান (১৩১তম সংশোধনী) বিলের অনুপস্থিতি রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্কের জন্ম দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, এই প্রস্তাবিত আইনটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নারী সংরক্ষণ কার্যকর করা এবং আগামী পর্যায়ের নির্বাচনী সীমা পুনর্নির্ধারণের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত বলে বিবেচিত হচ্ছে।

# রথযাত্রা ঘিরে চড়িলামে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ, বিতর্কের কেন্দ্রে জগন্নাথ আশ্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ জুলাই: ধর্মীয় সম্প্রীতি ও ভক্তির অন্যতম উৎসব রথযাত্রাকে ঘিরে এবার চড়িলামে রাজনৈতিক বিতর্ক দানা বেঁধেছে। রথযাত্রার আয়োজনকে কেন্দ্র করে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিনের মতপার্থক্য প্রকাশ্যে এসেছে বলে স্থানীয় মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কোনও পক্ষই এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ খোলেনি।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, রথযাত্রার প্রস্তুতির সময় চড়িলাম জগন্নাথ আশ্রমের মহারাজ বর্তমান চড়িলাম মণ্ডল সভাপতি তাপস দাসের পরিবর্তে প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর রাজকুমার দেবনাথের উদ্যোগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মার পুত্র প্রতীক দেববর্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয় বলে অভিযোগ।

অভিযোগ অনুযায়ী, প্রতীক দেববর্মা রথযাত্রার আয়োজনের জন্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেন। তবে স্থানীয় সূত্রের আরও দাবি, ওই আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে একটি শর্ত ছিলঅনুষ্ঠানে বর্তমান মণ্ডল সভাপতি তাপস দাসকে কোনও ধরনের প্রাধান্য দেওয়া হবে না। যদিও এই অভিযোগের স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, সেই কারণেই রথযাত্রার মূল অনুষ্ঠানে তাপস দাসকে কার্যত গুরুত্বহীন করে রাখা হয়।অনুষ্ঠানে রাজকুমার দেবনাথ ও প্রতীক দেববর্মার উপস্থিতি থাকলেও বর্তমান মণ্ডল সভাপতিকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়নি বলে তাঁদের দাবি।

ঘটনার পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্থানীয় সূত্রের অভিযোগ, তাপস দাসের অনুগামীদের একাংশ জগন্নাথ আশ্রমের মহারাজকে হুমকি দেন। যদিও এই অভিযোগ সম্পর্কেও কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বা সংশ্লিষ্টদের প্রতিক্রিয়া এখনও সামনে আসেনি।

এলাকায় আরও একটি দাবি ঘিরে আলোচনা শুরু হয়েছে।স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, রথযাত্রার জন্য আর্থিক সহযোগিতা পাওয়ার আশায় আশ্রম কর্তৃপক্ষ গত কয়েক মাস ধরে বর্তমান মণ্ডল সভাপতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও প্রত্যাশিত সহযোগিতা না মেলায় শেষ পর্যন্ত রাজকুমার দেবনাথের মাধ্যমে বিকল্প উদ্যোগ নেওয়া হয়।

রথযাত্রার অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলেও, এই ঘটনাকে ঘিরে চড়িলামের রাজনৈতিক অন্দরে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে মনে করছেন স্থানীয় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। তাঁদের মতে, বর্তমানে এলাকায় বিজেপির দুটি পৃথক শক্তিকেন্দ্র সক্রিয়। এক পক্ষকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ এবং অন্য পক্ষকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ঘনিষ্ঠ বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে।ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক বিভাজনের অভিযোগ সামনে আসায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বহু সনাতন ধর্মাবলম্বীর মতে, রথযাত্রার মতো সর্বজনীন ধর্মীয় উৎসবকে রাজনৈতিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে রাখা উচিত।

# ত্রিপুরা পুলিশের বড় রদবদল, ৭ থানার ওসি-সহ ১২ আধিকারিকের বদলি

আগরতলা, ১৬ জুলাই: থানা স্তরে বড় ধরনের রদবদল করল ত্রিপুরা পুলিশ। আজ ত্রিপুরা পুলিশ সদর দপ্তরের এক নির্দেশিকায় রাজ্যের ১২ জন পুলিশ আধিকারিককে অবিলম্বে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন সাতটি থানার অফিসার-ইন-চার্জ (ওসি)।

পুলিশ সদর দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, বিলোনিয়া থানার ওসি ইন্সপেক্টর সঞ্জিত সেনকে বদলি করে পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি ইন্সপেক্টর রানা চট্টোপাধ্যায়কে আমতলী থানার ওসি পদে পাঠানো হয়েছে।

খোয়াই থানা থেকে ইন্সপেক্টর কৃষ্ণধন সরকারকে পূর্ব আগরতলা থানার ওসি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। আমতলী থানার ওসি ইন্সপেক্টর পরিতোষ দাসকে বদলি করে এনসিসি থানার ওসি করা হয়েছে।

বাইখোড়া থানা থেকে ইন্সপেক্টর বিষ্ণু চন্দ্র দাসকে শ্রীনগর থানার ওসি হিসেবে পাঠানো হয়েছে। পশ্চিম জেলার দায়িত্বে থাকা ইন্সপেক্টর সুবিমল বর্মনকে বেলোনিয়া থানার ওসি করা হয়েছে।

এছাড়াও শ্রীনগর থানা থেকে ইন্সপেক্টর অরুণোদয় দাসকে বাইখোড়া থানায় এবং এনসিসি থানা থেকে ইন্সপেক্টর প্রজিত মালাকারকে খোয়াই থানার ওসি হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের এই নির্দেশিকায় চারজন মহিলা পুলিশ আধিকারিকের বদলির কথাও উল্লেখ রয়েছে। মহিলা ইন্সপেক্টর শিপ্রা বালা চন্দাকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা থেকে টিপিসিবি-তে বদলি করা হয়েছে। অন্যদিকে মহিলা ইন্সপেক্টর মুন্না মজুমদারকে পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানা থেকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় পাঠানো হয়েছে।

মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর মৌসুমি দত্তকে টিপিসিবি থেকে বিশালগড় মহিলা থানায় এবং মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর রিপিতা ভট্টাচার্য্যকে বিশালগড় মহিলা থানা থেকে পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানায় বদলি করা হয়েছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনস্বার্থে এই বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং নির্দেশ অবিলম্বে কার্য্যকর হবে।

# পর্যটন ও নবায়নযোগ্য শক্তির বিকাশে টিটিএডিসির নতুন উদ্যোগ, আলোচনায় সিইএম রুনিয়েল দেববর্মা

আগরতলা, ১৬ জুলাই: ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) এলাকায় টেকসই পর্যটন ও নবায়নযোগ্য শক্তির উন্নয়নে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বুধবার টিটিএএডিসির চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার (সিইএম) রুনিয়েল দেববর্মা পৃথকভাবে ইন্টেপিডাস লিওনেস ত্রিপুরা মোটরসাইকেল ক্লাব-এর প্রতিনিধিদের এবং ত্রিপুরা রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-এর আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

মোটরসাইকেল ক্লাবের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে টিটিএএডিসি এলাকায় মোটরসাইকেল পর্যটন, যুবসম্পৃক্ততা এবং অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের প্রসার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকের অন্যতম বিষয় ছিল ২০২৭ সালে উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তম মোটরসাইকেল সমাবেশ হিসেবে পরিচিত নর্থইস্ট রাইডার্স মিট ২০২৭ টিটিএএডিসি এলাকায় আয়োজনের প্রস্তাব।

রুনিয়েল দেববর্মা জানান, এই ধরনের বৃহৎ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হলে টিটিএএডিসি এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, জনজাতীয় সংস্কৃতি, হস্তশিল্প, ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং স্থানীয় আতিথেয়তা দেশ-বিদেশের পর্যটকদের সামনে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হবে। পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের জন্য নতুন কর্মসংস্থান ও জীবিকার সুযোগও তৈরি হতে পারে। তিনি বলেন, বৈঠকে অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন, পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং পর্যটকদের আগমন থেকে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সুবিধা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অ্যাডভেঞ্চার পর্যটন ও যুবকেন্দ্রিক উদ্যোগ টিটিএএডিসি এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে, নবায়নযোগ্য শক্তি সংক্রান্ত বৈঠকে টিটিএএডিসি প্রধান ট্রেডা এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আধিকারিকদের সঙ্গে ত্রিপুরা রিনিউয়েবল অ্যাক্সিলারেশন প্রোগ্রাম- এর আওতায় বৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এডিবির ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সেফগার্ড কনসালট্যান্ট এস. এন. জেনা, প্রজেক্ট সাপোর্ট স্পেশালিস্ট কনসালট্যান্ট শাহাঙ্ক ধ্যানি এবং প্রজেক্ট ডিরেক্টর সূরজ দেববর্মা।

রুনিয়েল দেববর্মা জানান, ভিলেজ সোলারাইজেশন প্রকল্পের মাধ্যমে টিটিএএডিসি এলাকার বিভিন্ন গ্রামে নির্ভরযোগ্য সৌরবিদ্যুৎ ও সৌরচালিত জল সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রকল্পটি প্রথম পর্যায়ে পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ এলাকায় পরিষ্কার শক্তির ব্যবহার নিশ্চিত হলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

নবায়নযোগ্য শক্তি সংক্রান্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন টিটিএএডিসি সিইএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, প্রাক্তন এক্সিকিউটিভ মেম্বার রাজেশ ত্রিপুরা এবং এমডিসি সূরজ দেববর্মা ও জেমস দেববর্মা।

পর্যটন ও নবায়নযোগ্য শক্তিকে উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজে লাগিয়ে টিটিএএডিসি এলাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, আর্থিক উন্নয়ন এবং টেকসই বিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে কাউন্সিল।

# মেলাঘরে ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রায় জনসমুদ্র, হাজারো ভক্তের রশির টানে মাসির বাড়ির উদ্দেশে জগন্নাথদেব

মেলাঘর, ১৬ জুলাই: ভক্তি, ঐতিহ্য ও উৎসবের আবহে মুখর হয়ে উঠল মেলাঘরের ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম বৃহত্তম এই ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার বিকেল থেকেই মেলাঘর জগন্নাথবাড়ি ও সংলগ্ন স্কুল মাঠে উপচে পড়ে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ভিড়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি দেশের অন্যান্য রাজ্য এবং প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকেও বহু ভক্ত এদিন রথযাত্রায় অংশ নিতে উপস্থিত হন।

বৈদিক রীতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মেনে বিকেল প্রায় ৪টায় রথের রশিতে প্রথম টান পড়ে। কাঁসর, ঘণ্টা, উলুধ্বনি, নামকীর্তন এবং 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে মুখরিত পরিবেশে হাজারো ভক্তের রশির টানে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রা জগন্নাথবাড়ি থেকে গুণ্ডিচা মন্দির, অর্থাৎ মাসির বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করেন। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, সেখানে সাতদিন অবস্থান করার পর উল্টো রথের দিন পুনরায় শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দিরে ফিরে আসবেন মহাপ্রভু। রথযাত্রা উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা, পঞ্চায়েত ও সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মন। তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন এবং উপস্থিত সকলকে রথযাত্রার শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, রথযাত্রা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক ঐক্যের এক অনন্য প্রতীক।

রথযাত্রা ও মেলাকে ঘিরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সমগ্র মেলা প্রাঙ্গণে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও পুলিশ, টিএসআর, সিভিল ডিফেন্সের কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মোতায়েন করা হয়, যাতে উৎসবে আগত ভক্ত ও দর্শনার্থীরা নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারেন।

রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে বসেছে বর্ণাঢ্য মেলা। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও দূরদূরান্ত থেকে আসা ব্যবসায়ীরা নানা ধরনের দোকান সাজিয়ে বসেছেন। খেলনা, মাটির সামগ্রী, মিষ্টি, খাবার, গৃহস্থালির সামগ্রীসহ বিভিন্ন পণ্যের দোকানে দিনভর ছিল দর্শনার্থীদের ভিড়। ভক্তদের ঢল, ধর্মীয় আবেগ, ঐতিহ্যের ছোঁয়া এবং সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় এবারের মেলাঘর রথযাত্রা উৎসব আবারও উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে নিজস্ব মর্যাদা বজায় রাখল।

# কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আগরতলায় এসএফআই-এর বিক্ষোভ, সোনম ওয়াংচুকের অনশনের প্রতি সংহতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই: কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে বৃহস্পতিবার আগরতলার সার্কিট হাউস এলাকার গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই। একইসঙ্গে লাদাখের সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের চলমান অনশনের প্রতি সংহতি জানিয়ে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন সংগঠনের নেতারা। বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক সৃজন দেব। তিনি অভিযোগ করেন, ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট -এর প্রশ্নফাঁস এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়মের বিষয়টি নিয়ে অনেক আগেই সরব হয়েছিলেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। তিনি কেন্দ্র সরকারকে ২৭ জুনের মধ্যে এ বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং দাবি পূরণ না হলে অনশনে বসার ঘোষণা দিয়েছিলেন।সৃজন দেব বলেন, সরকারের কাছ থেকে সন্তোষজনক কোনও উত্তর না পাওয়ায় সোনম ওয়াংচুক ২৮ জুন থেকে দিল্লির যন্তর মন্তরে অনশন শুরু করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন কেটে গেলেও কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোনও ইতিবাচক উদ্যোগ দেখা যায়নি বলে তাঁর অভিযোগ।এসএফআই রাজ্য সম্পাদকের দাবি, বর্তমান কেন্দ্র সরকার দুর্নীতিতে নিমজ্জিত এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত দেশের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাই সোনম ওয়াংচুকের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি জানান তিনি। বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ঘিরে কিছু সময় উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও পরে এনসিসি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কর্মসূচি শেষে বিক্ষোভকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে স্থান ত্যাগ করেন।

# ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনায় পালিত জগন্নাথ বাড়ির রথযাত্রা, ভক্তদের ঢলে মুখরিত মন্দির চত্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই: প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও আগরতলার জগন্নাথবাড়ি থেকে ভক্তি, আড়ম্বর ও ধর্মীয় উৎসাহের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। রথযাত্রাকে ঘিরে সকাল থেকেই মন্দির চত্বরে ভক্তদের ঢল নামে। দুপুর গড়াতেই হাজারো পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থীর ভিড়ে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।বিধি মেনে পূজা-অর্চনা ও ধর্মীয় আচার সম্পন্ন হওয়ার পর জগন্নাথবাড়ি থেকে জগন্নাথদেব, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে সুসজ্জিত রথে আরোহন করানো হয়। এরপর ভক্তদের জয়ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি ও কীর্তনের মধ্য দিয়ে রথ টানার শুভ সূচনা হয়।জগন্নাথ মন্দির থেকে বেরিয়ে রথটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে নির্ধারিত গন্তব্য মাসির বাড়ি অভিমুখে যাত্রা করে। রথের পথজুড়ে অসংখ্য ভক্ত ও সাধারণ মানুষ প্রণাম নিবেদন করেন এবং রথ টেনে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে ছিল উৎসবের আবহ। শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ধর্মীয় সম্প্রীতি ও ভক্তিমূলক পরিবেশে এদিনের রথযাত্রা উৎসব সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়।

# ধর্মনগর পুলিশ কোয়ার্টারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি প্রায় ২০ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর পুলিশ কোয়ার্টারে বৃহস্পতিবার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আচমকাই কোয়ার্টারের একটি অংশে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং কোয়ার্টারের একটি বড় অংশ দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একাধিক ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে কোয়ার্টারের একটি অংশ সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়।প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, এই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আগুন লাগার সঠিক কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণে দমকল ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

# ইলেকট্রিক স্কুটি কিনে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিলেন আগরতলার মেয়র

আগরতলা, ১৬ জুলাই : পরিবেশ সংরক্ষণ, জ্বালানি সাশ্রয় এবং বিকল্প শক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে নতুন উদ্যোগ নিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি একটি পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক স্কুটি ক্রয় করেছেন এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এই স্কুটি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, বিশ্বজুড়ে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের সরবরাহে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। যদিও ভারতে এখনও তেমন কোনও জ্বালানি সংকট দেখা দেয়নি, তবুও ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে এখন থেকেই পরিবেশবান্ধব ও বিকল্প জ্বালানিনির্ভর যানবাহনের ব্যবহার বাড়ানো জরুরি।

তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার আহ্বানেই তিনি ইলেকট্রিক স্কুটি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরিবেশ দূষণ কমানো, জ্বালানি সাশ্রয় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে উল্লেখ করেন তিনি। মেয়রের এই পদক্ষেপকে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ হিসেবে স্বাগত জানিয়েছেন অনেকেই। তাঁদের মতে, জনপ্রতিনিধিদের এ ধরনের উদ্যোগ সাধারণ মানুষের মধ্যেও ইলেকট্রিক যানবাহন ব্যবহারে আগ্রহ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

# হাইকোর্টের নির্দেশে ভাঙা হলো বিতর্কিত বাড়ির অংশ, মঠ চৌমুনীতে চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১৬ জুলাই: দুই ভাইয়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের জমি-সংক্রান্ত বিবাদের জেরেরাজধানীর মঠ চৌমুহনী এলাকায় হাইকোর্টের নির্দেশে একটি বিতর্কিত নির্মাণের অংশ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে পরিচালিত উচ্ছেদ অভিযানে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দীপক পালের বাড়ির একটি অংশ বুলডোজার দিয়ে অপসারণ করা হয়।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা যায়, ২০২১-২২ সালে চয়ন পাল অভিযোগ করেন যে সংশ্লিষ্ট নির্মাণটি প্রযোজ্য নির্মাণবিধি লঙ্ঘন করে করা হয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। দীর্ঘ শুনানির পর আদালত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ কার্য্যকর করতেই বুধবার আগরতলা পুর নিগম উচ্ছেদ অভিযান চালায়।

অভিযান চলাকালীন এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুর নিগমের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলেও ঘটনাস্থলে কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে এবং বিষয়টি নিয়ে এলাকাজুড়ে আলোচনা শুরু হয়।

তবে বাড়ির পরিবারের দাবি, এটি অবৈধ নির্মাণের ঘটনা নয়; বরং দুই ভাইয়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের জমি-সংক্রান্ত বিরোধেরই ফল। তাঁদের বক্তব্য, প্রায় তিন দশক আগে নির্মিত বাড়ির একটি অংশকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়েছে, যা অত্যন্ত অন্যায়।

অন্যদিকে প্রশাসনের বক্তব্য, সম্পূর্ণ অভিযানটি হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এবং আইনসম্মত প্রক্রিয়া মেনেই পরিচালিত হয়েছে। আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়ন ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না বলেও জানানো হয়েছে। ওই ঘটনাকে ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। একাংশ অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপকে সমর্থন করলেও অন্যদের মতে, বিষয়টির সঙ্গে পারিবারিক জমি-বিবাদের অভিযোগ জড়িত থাকায় সেই দিকটিও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন।হাইকোর্টের নির্দেশে পরিচালিত এই উচ্ছেদ অভিযান এখন রাজধানী আগরতলায় ব্যাপক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। আদালতের নির্দেশ, প্রশাসনের পদক্ষেপ এবং পরিবারের পাল্টা অভিযোগসব মিলিয়ে ঘটনাটি নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

# কদমতলা বাজারে দুঃসাহসিক চুরি

আগরতলা, ১৬ জুলাই : উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানা এলাকায় একের পর এক চুরি ও ডাকাতির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ধারাবাহিক অপরাধের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা এবং বাজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দারা।সম্প্রতি এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রতিবাদে কদমতলা ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে থানা ঘেরাও ও রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়েছিল। সেই সময় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাতের টহল বৃদ্ধি এবং অপরাধমূলক ঘটনাগুলির তদন্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। তবে এরপরও পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।এর মধ্যেই ফের কদমতলা বাজারের সর্ণপট্টি এলাকায় ঘটল দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা। মঙ্গলবার গভীর রাতে বাসুদেব জুয়েলারি নামের একটি স্বর্ণালঙ্কারের দোকানে চোরের দল হানা দেয়। অভিযোগ, দোকানের পিছনের একটি ছোট ঘরের টিনের ছাউনি কেটে দুষ্কৃতীরা ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর মূল কক্ষের তিনটি তালা ভেঙে লকার নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তারা। কিন্তু লকার খুলতে ব্যর্থ হওয়ায় সেটি দোকানের পিছনের জানালার পাশে ফেলে রেখে যায়। তবে যাওয়ার আগে রুপোর অলঙ্কার এবং কিছু স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে পালিয়ে যায় চোরেরা। চুরি যাওয়া সামগ্রীর আনুমানিক মূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা বলে দাবি দোকান মালিকের।দোকানের মালিক বরণ কান্তি নাথ জানান, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ দোকান বন্ধ করে তিনি বাড়ি চলে যান। বুধবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে দোকান খুলতে এসে তিনি দেখেন, ভিতরের সমস্ত জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় রয়েছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দোকানের পিছনের টিনের ছাউনি কেটে চোরেরা ভিতরে প্রবেশ করেছে।ঘটনার পর তিনি কদমতলা থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ রাতের পাহারাদারদের নামের তালিকা-সহ অভিযোগ জমা দেওয়ার পরামর্শ দেয় বলে জানান।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 2 17-07-2026, 01:23

# হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

## দেহের মৃত কোষ সরিয়ে ফেলবে আবার রোমের ঘনত্ব কমিয়ে আনবে

কেতাদুরস্থ পশ্চিমী পোশাক পরতে ভালবাসেন। কিন্তু দেহের অবাঞ্ছিত রোম এবং অনুজ্জ্বল ত্বকের জন্য তা পরার সাহস দেখাতে পারেন না। রোম পরিষ্কার করার জন্যে নিয়মিত ওয়াক্স করাতে হয়। আর ত্বকের জেল্লা ফেরাতে নিয়মিত স্ক্রাব। কিন্তু মুশকিল হল, ব্যস্ত রুটিন থেকে সময় বার করে এত কিছু করাবেন যে সে সময় কোথায়!

আচ্ছা, এমন কিছু কি রয়েছে যা গায়ে ঘষলে মরা কোষও উঠে আসবে এবং রোমের ঘনত্বও কমবে? যাঁরা রূপচর্চা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন তাঁদের মতে, এমন কিছু স্ক্রাব রয়েছে যা ব্যবহারে এই দুই সমস্যারই সমাধান সম্ভব।

১) চিনির স্ক্রাব-গায়ে মাখার যে কোনও তেলের সঙ্গে চিনির গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। স্নানের আগে এই মিশ্রণ নিয়মিত ব্যবহার করলে ত্বকের জেল্লা যেমন ফিরে আসে, তেমনই রোমের ঘনত্ব কমতে থাকে।

২) কফির স্ক্রাব -বৃষ্টি বাদলাতে মাঝে মধ্যেই কফির কাপে চুমুক দিতে ইচ্ছে করে। সেই কফিই নারকেল তেলের সঙ্গে খানিকটা মিশিয়ে নিন। স্নানের আগে এই মিশ্রণ সারা দেহে মেখে রেখে দিন। ত্বক থেকে রোদে পোড়া দাগ, ছোপ সরিয়ে ফেলতে এবং রোম তুলতে সাহায্য করে এই উপাদান।

৩) ওটমিল স্ক্রাব- টক দইয়ের সঙ্গে ওটমিলের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এ বার সারা গায়ে মেখে কিছু ক্ষণ রেখে দিন। শুকিয়ে গেলে হালকা হাতে ঘষতে থাকুন। নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের জেল্লা ফিরে আসবে এবং রোমের ঘনত্বও কমবে।

৪) সৈন্ধব লবণের স্ক্রাব-চিনির বদলে তেলের সঙ্গে মেশানো যায় সৈন্ধব লবণও। একই ভাবে কাজ করবে।

৫) চাল গুঁড়োর স্ক্রাব- কোরিয়ান প্রসাধনীর অন্যতম একটি উপাদান হল চাল বা ভাত। টক দইয়ের সঙ্গে চালের গুঁড়ো দিয়ে বানিয়ে নিন স্ক্রাব। ত্বক থেকে ট্যান তুলতে এবং রোমের ঘনত্ব কমাতে সাহায্য করে এই মিশ্রণ।

## ভুল ভঙ্গিতে ঘুমোলে ত্বকের গ্রন্থিগুলি ঠিকঠাক অক্সিজেন পায় না

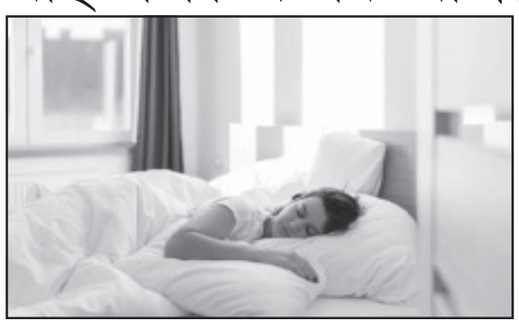

পর্যাপ্ত ঘুমোলে শুধু শরীর নয়, সুস্থ থাকে ত্বকও। ঘুমের সঙ্গে ত্বক ভাল রাখার সম্পর্ক অনেক গভীর। এমনিতেই ঘুম কম হলে তার প্রভাব পড়ে ত্বকের উপর। ত্বকের ঝলমলে ভাব বজায় থাকে তখনই, যখন ঘুম ভাল হয়। তবে ত্বকের খেয়াল রাখতে শুধু ঘুমোলেই হবে না। ঘুমোনোর ভঙ্গিও সঠিক হতে হবে। ভুল ভঙ্গিতে ঘুমোলে ত্বকের গ্রন্থিগুলি ঠিকঠাক অক্সিজেন পায় না। ত্বক ভিতর নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। ত্বকে বয়সের ছাপ পড়ে যায়। ঘুমোনোর সময় কোন অভ্যাসগুলি এড়িয়ে চললে ত্বক ভাল থাকবে? উপুড় হয়ে শোওয়া অনেকেই এই ভাবে ঘুমোতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তবে ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য এই ভঙ্গি মোটেই ভাল নয়। বালিশে মুখ গুঁজে শোয়ার ফলে মুখের ত্বকেও অক্সিজেন একেবারেই পৌঁছয় না। রক্ত সঞ্চালনের মাত্রাও ঠিক থাকে না এই ভঙ্গিতে। চোখের তলায় ফোলা ভাব, ত্বকের গ্রন্থিগুলি বুজে যাওয়া সহ একাধিক সমস্যা হতে পারে এই ভঙ্গিতে ঘুমোলে। বালিশ জড়িয়ে ঘুমোনোর অভ্যাস পাশ ফিরে বালিশ জড়িয়ে ঘুমোতে অনেকেই অভ্যস্ত। কিন্তু এর ফলে ত্বকে দাগ ও চুলকানির সমস্যা হতে পারে। বালিশে অনেক সময় ব্যাক্টেরিয়া থাকে, তাই বালিশে একটি পরিষ্কার কভার পরিয়ে ঘুমোনোই ভাল। না হলে রাতে কোনও ক্রিম মেখে শুলে সেটাও লেগে যেতে পারে বালিশে।

পাশ ফিরে ঘুমোনো ত্বক ভাল রাখতে এই ভঙ্গিতেও ঘুমোতে পারেন। এতে ত্বকের ক্ষতি কম হয়। তবে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ত্বকে কোনও ক্রিম মাখলে সেটা বালিশে লেগে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে এক পাশে খুব চাপ দিয়ে শুলে মুখের এক পাশে বলিরেখা ও ত্বক কুঁচকে যাওয়ার মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

## গুন্ডা দমন বিল:অপরাধের নতুন বিন্যাস ও রাষ্ট্র শক্তির আইনি সমীকরণ..

সুনীল মাইতি
(সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের আইন-শৃঙ্খলা ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষত অপরাধের ধরন পরিবর্তন; সংগঠিত অপরাধের বাড়বাড়ন্ত এবং অপরাধীদের আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার প্রচলিত ফৌজদারি বিধিকে একপ্রকার বড় চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েই 'গুন্ডা দমন বিল' (বা সংগঠিত অপরাধ প্রতিরোধ আইন)- এর মতো কঠোর ফৌজদারি বিধির প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে আর নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় এই আইনের সময়োপযোগিতা; এর কার্যকারিতা এবং এর ভেতরের ভালো-মন্দ দিকগুলো নিয়ে একটি নির্মোহ ও মৌলিক ব্যবচ্ছেদ অত্যন্ত জরুরি।

একসময় 'গুন্ডামি' বা 'মাস্তানি' বলতে যা বোঝাত--- অর্থাৎ গায়ের জোরে তোলাবাজি; পাড়ার মোড়ে মারপিট কিংবা রাজনৈতিক দলের ক্যাডার হিসেবে বুথ দখল আজকের দিনে অপরাধের সেই চরিত্র অনেকটাই বদলে গেছে। অপরাধের এখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর ঘটেছে; আজকের পরিভাষায় 'অর্গানাইজড ক্রাইম' বা সংগঠিত অপরাধ।

সিন্ডিকেট রাজ ও জমি দখল: আবাসন শিল্পকে কেন্দ্র করে সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য; জোরপূর্বক জমি লিড নেওয়া বা দখল এবং জলাভূমি ভরাট করার মতো অপরাধগুলো এখন আর একক কোনো অপরাধীর কাজ নয়। এর পেছনে রয়েছে সুসংগঠিত নেটওয়ার্ক।

অনলাইন ও সাইবার গুন্ডাগিরি: ডিজিটাল যুগে তোলাবাজির ধরনও বদলেছে। ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল ওয়ালেটের মাধ্যমে ডার্ক ওয়েবে চলছে আর্থিক প্রতারণা এবং তোলাবাজি। আন্তঃ রাজ্য অপরাধচক্র: অস্ত্র চোরাচালান; জাল নোটের কারবার কিংবা মাদক পাচারের মতো অপরাধগুলো কোনো নির্দিষ্ট থানার সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ভিন রাজ্য বা আন্তর্জাতিক অপরাধচক্রের সঙ্গে এদের যোগসূত্র স্পষ্ট।

প্রচলিত ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (যা সিআরপিসি নামে পরিচিত ছিল) বা সাধারণ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (আগের আই পি সি)-র ধারাগুলো দিয়ে এই গভীর শিকড়যুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক অপরাধচক্রকে সমূলে উৎপাটন করা কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ সাধারণ ফৌজদারী আইনে প্রমাণের দায়ভার সম্পূর্ণ পুলিশের ওপর থাকে এবং জামিনের প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে সহজ হয়; যা এই প্রভাবশালী সিন্ডিকেট প্রধানদের আড়াল পাওয়ার সুযোগ করে দেয়। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেকোনো কঠোর বিল বা আইনের সময়োপযোগীতা দুটি প্রধান দিক থেকে বিচার্য প্রথমত; সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দ্বিতীয়ত; রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করা।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে একটি কঠোর গুন্ডা দমন বিলের প্রাসঙ্গিকতা মূলত নিম্নলিখিত কারণে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে:

১. দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক বিচার: সাধারণ ফৌজদারি মামলায় বছরের পর বছর বিচার প্রক্রিয়া চলে। একজন কুখ্যাত অপরাধী জামিনে মুক্ত হয়ে এসে আবার সাক্ষী বা অভিযোগকারীকে হুমকি দিতে শুরু করে। গুন্ডা দমন বিলের অধীনে বিশেষ আদালত গঠনের বিধান থাকে; যা দ্রুত বিচার সুনিশ্চিত করে অপরাধীদের মনে আইনের ভয় ফিরিয়ে আনতে পারে। ২. আর্থিক মেরুদন্ড ভেঙে দেওয়া: এই ধরনের বিলের অন্যতম শক্তিশালী অস্ত্র হলো অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। কালো টাকা যখন অপরাধীর জ্বালানি হিসেবে কাজ করে; তখন অপরাধীর সম্পত্তি ক্রোক করতে না পারলে তার গ্যাং বা নেটওয়ার্ক সচলই থেকে যায়। এই আইন সেই আর্থিক উৎসে আঘাত করে। ৩. ইনভেস্টর ফ্রেন্ডলি পরিবেশ তৈরি: অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে মাফিয়া বা সিন্ডিকেটের উপদ্রব থাকে; সেখানে কোনো বড় শিল্পগোষ্ঠী বিনিয়োগ করতে চায় না। আইনের শাসন কঠোর হলে তা রাজ্যের শিল্পানুকূল ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। দ্বিমুখী তলোয়ার অপব্যবহারের আশঙ্কা ও মৌলিক অধিকার: তবে মুদ্রার যেমন উল্টো পিঠ থাকে; তেমনি যে কোনো কঠোর বিশেষ ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রেও কিছু চিরন্তন আশঙ্কা থেকে যায়। মহারাষ্ট্রের 'মকোকা বা গুজরাটের 'গুজকট' আইনের ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে যে; অতিরিক্ত ক্ষমতা কখনো কখনো অপব্যবহারের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার হাতিয়ার: বর্তমান অতি-রাজনৈতিক মেরুকরণের যুগে বিরোধী মতাদর্শ বা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনের জন্য এই আইনকে 'গুন্ডা' তকমা দিয়ে ব্যবহার করার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রশাসনের অতি-সক্রিয়তা অনেক সময় বিরোধী স্বরকে স্তব্ধ করার অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। মানবাধিকার ও আইনি রক্ষাকবচ: সাধারণত এই ধরনের কঠোর আইনে আগাম জামিনের (Anticipatory Bail) সুযোগ থাকে না; এবং পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ অনেক বেশি হয়। অনেক সময় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে না গিয়ে পুলিশের কাছে দেওয়া স্বীকারোক্তিকেও প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য করার ধারা যুক্ত করা হয়; যা ভারতীয় সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারী'-এর পরিপন্থী হতে পারে। তৃণমূল স্তরের পুলিশের সংস্কারহীনতা: আইন যত কঠোরই হোক না কেন; তার প্রয়োগের দায়িত্বে থাকে নিচুতলার পুলিশ। পুলিশ প্রশাসনের আধুনিকীকরণ এবং রাজনৈতিক প্রভাব থেকে তাকে মুক্ত না করে কেবল হাতে একটি 'কঠোর আইন' তুলে দিলে; তা জনবান্ধব না হয়ে নিপীড়নের কারণ হতে পারে।

তাহলে উপায় কি? গুন্ডা দমন বিল বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে অবশ্যই সময়োপযোগী; কিন্তু তাকে একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য স্বকীয় ও ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে। আইনটি যেন কেবলই একটি 'শাস্তি মূলক ব্যবস্থা' না হয়ে 'প্রতিরোধমূলক' চরিত্র লাভ করে।

প্রথমত; 'গুন্ডা' বা 'সংগঠিত অপরাধী' শব্দের সংজ্ঞা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং বস্তুনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। যাতে কোনোভাবেই সাধারণ কোনো বিক্ষোভকারী; ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকারী বা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে এর আওতায় আনা না যায়। অপরাধীর একটা নির্দিষ্ট আর্থিক সীমা বা হিংসার মাত্রা (যেমন--- পরপর একাধিক চার্জশিট থাকা) নির্ধারণ করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ দরকার। কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করার আগে পুলিশের উপরও প্রভাব AIIMS-এর এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের অধ্যাপকরা জানান, যাঁদের শরীরে এই রাসায়নিকগুলির মাত্রা বেশি ছিল, তাঁদের নবজাতকদের জন্মের সময় ওজন, উচ্চতা এবং ভিটামিন ডি-এর মাত্রায়ও প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই গবেষণা কেবল সম্ভাব্য বিপদের ইঙ্গিত দিয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করতে হলে ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এবং দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের কী মত? ভারতে এই ধরনের রাসায়নিক ব্যবহারের উপর আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষণ জরুরি। পাশাপাশি গর্ভবতী মহিলাদের সচেতন করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তাঁরা প্লাস্টিকের অতিরিক্ত ব্যবহার এবং কিছু প্রসাধনীতে থাকা ক্ষতিকর রাসায়নিক সম্পর্কে সতর্ক থাকতে পারেন। যতটা সম্ভব কম রাসায়নিকযুক্ত, নিরাপদ এবং বিশ্বস্ত পার্সোনাল কেয়ার প্রোডাক্ট ব্যবহার করা, অপ্রয়োজনীয় প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো এবং পণ্যের উপাদান পড়ে কেনার অভ্যাস গড়ে তোলাই এই সময়ে মা ও গর্ভস্থ শিশুর সুস্থতার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ পদক্ষেপ হতে পারে।

## গর্ভাবস্থায় প্রসাধনী ও প্লাস্টিক ব্যবহারে ক্ষতি হতে পারে শিশুর

গর্ভাবস্থায় ব্যবহৃত কিছু প্রসাধনী, প্লাস্টিকজাত পণ্য এবং পার্সোনাল কেয়ার প্রোডাক্ট নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন গবেষকরা। অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস, নয়াদিল্লির নেতৃত্বে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গর্ভবতী মহিলাদের শরীরে এমন কিছু রাসায়নিকের মাত্রা বাড়ছে, যা শরীরের স্বাভাবিক হরমোনের কার্যকারিতায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই রাসায়নিকগুলির প্রভাব শুধু মায়ের শরীরেই নয়, দীর্ঘমেয়াদে গর্ভে বেড়ে ওঠা শিশুর স্বাস্থ্যের উপরও পড়তে পারে। গবেষণায় কী জানা গেল? এই গবেষণায় ৬৪১ জন সুস্থ গর্ভবতী মহিলার স্যাম্পল নেওয়া হয়। গর্ভাবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁদের প্রস্রাবের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়, যাতে শরীরে নির্দিষ্ট রাসায়নিকগুলির উপস্থিতি কতটা রয়েছে, তা বোঝা যায়। পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি মাত্রায় ধরা পড়ে মিথাইলপ্যারাবেন। এটি এমন একটি সংরক্ষণকারী, যা সাধারণত প্রসাধনী, স্কিন কেয়ার পণ্য, লোশন, শ্যাম্পু এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত পরিচর্যার সামগ্রীতে ব্যবহার করা হয়। আরও একটি রাসায়নিকের মাত্রা ছিল উদ্বেগজনক গবেষণায় মোনোইথাইল ফ্যাথালেট-এর মাত্রাও তুলনামূলক ভাবে বেশি পাওয়া গিয়েছে। এই রাসায়নিকটি মূলত প্লাস্টিকজাত পণ্য এবং কৃত্রিম সুগন্ধিযুক্ত বিভিন্ন সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। গবেষকদের মতে, এই দুটি রাসায়নিকই এন্ডোক্রাইন-ডিসরাপ্টিং কেমিক্যালস-এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলি শরীরের হরমোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে, যার ফলে গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন জটিলতার আশঙ্কা বাড়ে। গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক সবচেয়ে সংবেদনশীল সমীক্ষায় আরও দেখা গিয়েছে, গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে এই রাসায়নিকগুলির মাত্রা সবচেয়ে বেশি ছিল। AIIMS-এর গবেষক তরঙ্গ গুপ্ত জানান, এই সময়ই গর্ভের শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ দ্রুত বিকশিত হয়। তাই এই সংবেদনশীল সময়ে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে এমন রাসায়নিকের সংস্পর্শে এলে ভবিষ্যতে শিশুর স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। নবজাতকের স্বাস্থ্যের

## জীবনের অন্যতম রঙিন সময় হল স্কুল-পর্ব

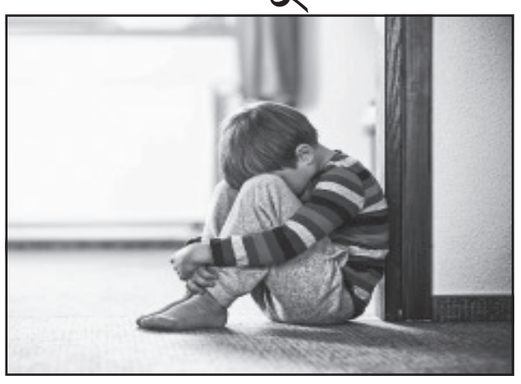

জীবনের অন্যতম রঙিন সময় হল স্কুল-পর্ব। পড়াশোনা, মজা, দুষ্টুমিতে ভরে থাকে এই সময়টা। স্কুলের নানা অভিজ্ঞতা সারা জীবন স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে। নিজেদের ফেলে আসা দিনের স্মৃতি হাতড়ে বাবা-মায়েরাও এটাই আশা করেন যে, তাঁদের সন্তানরাও স্কুলে পড়ার এই সময়টা উপভোগ করবে। কিন্তু সব সময় তা হয় না।

হাসতে হাসতে স্কুলে যাওয়ার বদলে, স্কুলে যাওয়ার নাম শুনলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে অনেকে। প্রাথমিক ভাবে বাবা-মায়েরা সন্তানের পড়াশোনা ভীতিকেই এর কারণ হিসাবে ধরে নেন। তবে সব ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা ঠিক না-ও হতে পারে। স্কুলে গিয়ে সহপাঠীদের কোনও অপ্রত্যাশিত আচরণে সন্তান মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে কি না, তা এক বার যাচাই করে নেওয়া জরুরি। বাকিদের নেতিবাচক আচরণকে বলা হয় "বুলিং"। বাবা-মায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না থাকলে অনেকেই কোনও সমস্যা হলে তা চেপে রাখে। বেশি দিন এমন চলতে থাকলে সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হতে পারে। আপনার সন্তান এমন পরিস্থিতির শিকার কি না, তা বোঝার উপায় কী? স্কুলে গিয়ে মানসিক নিপীড়নের শিকার হলে খেলাধুলো এবং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারাতে পারে শিশু। তার সঙ্গেই স্কুলে না যাওয়ার বায়না তো রয়েছেই। পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলোতেও অনীহা চলে আসতে পারে। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যায় অনেক সময়। কেউ আবার অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। চুপচাপ হয়ে হয়ে যায়। শিশুর মধ্যে এই পরিবর্তনগুলির বিষয়ে অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে। এমন কিছু চোখে পড়লে খোলাখুলি কথা বলুন সন্তানের সঙ্গে।

স্কুলের কথা এড়িয়ে যাওয়া

সন্তান সারা দিনে স্কুলে কী কী করল, তা নিয়ে বাবা-মায়েরা কৌতূহলী। স্কুলের প্রসঙ্গ উঠলেই কি শিশু এড়িয়ে যাচ্ছে? স্কুলের কথা কিছুতেই বলতে চাইছে না? তা হলে এক বার ভাল করে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখুন। দরকার হলে স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গেও কথা বলুন।

বিছানায় ছটফট করা

শিশুদের মধ্যে অনিদ্রার সমস্যা কম দেখা যায়। সারা দিন স্কুল, পড়াশোনা, খেলাধুলোর পর ক্লান্ত থাকে শিশুরা। ফলে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। ইদানীং সন্তানের ঘুমোতে কি অসুবিধা হচ্ছে? শিশুর চোখে একেবারেই ঘুম নেই? বড় কোনও কারণ না হলে সাধারণত এমন হয় না। স্কুলে গিয়ে এমন কোনও পরিস্থিতিতে হয়তো তাকে পড়তে হচ্ছে যে, মানসিক ভাবে শান্ত হতে পারছে না। সে ক্ষেত্রে শিশুর কাছে তার সমস্যার কথা সরাসরি জানতে চান। দরকারে এক বার মনোবিদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন।

## শরীরচর্চা করলেও ওজন ঝরবে

জিমে গিয়ে শরীরচর্চার জন্য সময় বার করতে পারছেন না? ফিটনেসবিদদের মতে, জিমে যাওয়ার সময় না হলে বাড়িতে কিছু নিয়ম মেনে শরীরচর্চা করলেও আপনার ওজন ঝরবে। হাতে সময় কম থাকলে মেদ ঝরাতে অনেকে পুশ আপ করতে শুরু করে দেন। শরীরের ওজনের ভার দু'হাতের উপর রেখে পুরো শরীরকে উপর-নীচ করার এই কেরামতি দেখতে সহজ হলেও, আদতে খুব একটা সহজ কাজ নয়।

নিয়মিত এই ব্যায়াম করতে পারলে পেশিশক্তি বাড়ে, ক্যালোরি ঝরে মানসিক শক্তি দৃঢ় হয় এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ে। সঠিক পদ্ধতি মেনে এই ব্যায়ামটি না করলে চোট লাগার আশঙ্কা থাকে। জেনে নিন পুশ আপ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যে ভুলগুলি করেন তরুণ-তরুণীরা। ১) ঘাড় নিচু করা: পুশ আপ করার সময়ে ঘাড় নিচু করে নীচের দিকে তাকালে হয়তো আপনার উপর-নীচ করতে সুবিধা হতে পারে। কিন্তু এতে ঘাড়ে ব্যথা হওয়া, চোট পাওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়। উপরন্তু ভুল কায়দায় ব্যায়াম করলে কোনও লাভের লাভ হয় না। তাই ঘাড় সব সময়ে সোজা রাখুন। ২) ভুল জায়গায় হাত রাখা: এই ব্যায়ামের ক্ষেত্রে একদম কাঁধ বরাবর সোজাসুজি হাত রাখতে হবে। হাতের তালু থাকবে মাটির উপরে। নইলে ব্যায়ামের পুরো উপকারিতা পাবেন না। ৩) নিতম্ব নামিয়ে ফেলা: পুশ আপ করার সময়ে গোটা শরীর একটি সমান রেখায় থাকা উচিত। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নীচে নামার সময়ে অনেকেই নিতম্ব ঝুঁকিয়ে ফেলেন। এতে কোমরে ব্যথা হতে পারে। ৪) শরীর মাটিতে স্পর্শ করানো: ব্যায়ামটি করার সময়ে শরীর যেন কখনই মাটিতে স্পর্শ না করে, সে দিকে খেয়াল রাখুন। তাড়াহুড়ো করতে গেলে শরীরের কায়দায় ভুল হয়ে যায়। অল্প সময়ে আপনি ৩০টি পুশ আপ করে নিলেন অথচ পদ্ধিতেই গলদ রয়ে গেল, সে ক্ষেত্রে পুরো চেষ্টাটাই মাটি হবে। সময় নিয়ে সঠিক পদ্ধতি মেনে পুশ আপ করুন তবেই মিলবে সুফল।

## অধিকর্তা

● প্রথম পাতার পর

se.census.gov.in এই অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে স্ব-গণনা অর্থাৎ নিজেদের তথ্য নিজেরাই পূরণ করতে পারবেন। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান, সেন্সাস অপারেশনের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, এই স্ব-গণনায় মূলত বাড়ি ঘরের অবস্থা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, শৌচাগার, ইন্টারনেট এই ধরণের ৩৩টি গৃহস্থলীর সুবিধা সমূহের তথ্য জানাতে হবে। পরিবারের যেকোন একজন সদস্যের মোবাইল নম্বর দিয়ে নথিভুক্তকরণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ পরিবারের তথ্য পোর্টালে আপলোড করা যাবে। তথ্য প্রদানের পর একটি এসই - আইডি নম্বর জারি হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে অধিকর্তা রতন বিশ্বাস আরও জানান, পরবর্তীতে ১ আগষ্ট থেকে ৩০ আগষ্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে হাউস লিস্টিং ও হাউজিং সেন্সাস। সেই সময় আধিকারিকগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুনরায় প্রকৃত তথ্যের সমীক্ষা করবেন। সেই সময় স্ব-গণনার পর জারি হওয়া এসই - আইডি নম্বরটি পরিদর্শনরত আধিকারিকদের দেখাতে হবে। এই নম্বরটি দেখালেই পূরণকৃত তথ্য যাচাই ও নিশ্চিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে সেলফ এনোমারেশনের সময় যদি কোন ধরণের ভুল হয়ে থাকে তা আধিকারিকগণ ঐ সময়েই ঠিক করে নেবেন। এই স্ব-গণনা কর্মসূচির ফলে নাগরিকদের অনেকটা সময় বেচে যাবে।

সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে অধিকর্তা জানান, প্রায় ৮ হাজার সরকারি কর্মচারি এই কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। উল্লেখ্য এবারের "জনগণনা ২০২৭" সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হবে। এক্ষেত্রে কোন ধরণের কাগজের ব্যবহারের পাশাপাশি সরাসরি স্বাক্ষরেরও ব্যবস্থা থাকবে না। ২০১১ সালে শেষ জনগণনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ইকোনমিক্স এন্ড স্ট্যাটেস্টিক্স এর অধিকর্তা দেবানন্দ রিয়াং, যুগ্ম অধিকর্তা পি. ডারলং, সেন্সাস অপারেশনের ডিআরজি পি. এন. চৌধুরী প্রমুখ।

## বিপ্লব কুমার দেব

● প্রথম পাতার পর

*আরও সুদৃঢ় করে। এদিন তিনি আরও বলেন, ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং বহু ঐতিহ্যের ধারক। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসক এই সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করলেও তা সফল হয়নি। ভারতীয় সংস্কৃতি তার নিজস্ব শক্তিতেই যুগের পর যুগ টিকে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও অটুট থাকবে।*

*শান্তিরবাজারের ঐতিহ্যবাহী বাইখোরা জগন্নাথ জিউ মন্দির প্রাঙ্গণে আজ থেকে সাতদিন ব্যাপী রথযাত্রা উৎসব ও মেলা শুরু হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, শান্তিরবাজার মহকুমা প্রশাসন ও জগন্নাথ জিউ মন্দির পরিচালন কমিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধন করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।*

*ইসকন পরিচালিত রথযাত্রা উৎসব ও মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংসদ শ্রী দেব বলেন, এ ধরনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব ভারতের সমৃদ্ধ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। তিনি আরও বলেন, ভারতের ঐতিহ্য ও পরম্পরার শক্ত ভিত্তির কারণেই বিভিন্ন ধর্মের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সহাবস্থান করছেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপ্না বৈদ্য, ভাইস চেয়ারপার্সন সত্যব্রত সাহা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য বিভীষণ চন্দ্র দাস, শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক তরুণ কান্তি সরকার, সমাজসেবী দীপায়ন চৌধুরী, সুজিত দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাইখোরা জগন্নাথ জিউ মন্দিরের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ করুনেশ্বর মাধব দাস ব্রহ্মচারী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এদিকে, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব পালাটানা এবং বাইখোরায় রথ যাত্রায় সামিল হয়েছেন।*

## ট্রেনের সূচনা আজ

● প্রথম পাতার পর

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেন, এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের মাধ্যমে জার্মানি, জাপান, চিন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলির সারিতে ভারতও হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল প্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই রেল পরিষেবা উন্নয়নের পথে এগিয়ে গেল।

ভারতীয় রেলের মতে, দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেন চালুর মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও শূন্য-কার্বন নির্গমনভিত্তিক রেল পরিবহণের লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ নেওয়া হল। একই সঙ্গে এটি যাত্রী পরিষেবার মান উন্নয়ন এবং "বিকশিত ভারত"-এর লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

# কারাবাসীদের মানসিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই: রাজ্যের সংশোধনাগার এবং জেলগুলিতে থাকা আবাসিকদের মানসিক সুস্থতার জন্য তাদের আরও বেশি করে বিভিন্ন খেলাধুলা এবং দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে শাস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তারা বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রোজগার করতে পারবে। যারা সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মুক্তি পেয়ে মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন তাদের পরবর্তী জীবনযাত্রার প্রতিও নজর রাখতে হবে। আজ টি.আই.এফ.টি.-র কনফারেন্স হলে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার ও রাজ্যের কারাগারগুলির সংস্কার ও আধুনিকীকরণের বিষয়ে আয়োজিত সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কারা আবাসিকদের সঠিক পুষ্টি, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়েও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

সভায় আলোচনায় অংশ নেন কারামন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, মুখ্যসচিব জে.কে. সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, আই.জি. প্রিজন অসীম সাহা সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় কারা দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার সহ বিভিন্ন কারাগারগুলিতে থাকা আবাসিকদের সংখ্যা, তাদের জন্য খাদ্য, চিকিৎসা, বই ও সংবাদপত্র পড়ার ব্যবস্থা, খেলাধুলার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। কারাগারগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের বিষয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে বিস্তারিত অবহিত করেন।

বৈঠকে কারা দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে জানিয়েছেন কারা দপ্তর গত কয়েক বছরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে- রাজ্যের ১২টি কারাগারের আওতাধীন ৮৬টি আদালতে ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ৯০টি ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) কিউবিকল স্থাপন করা হয়েছে। গত দুই বছরে (১ জুলাই, ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত) মোট ৩২,৭৫০ বার কারা আবাসিকরা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আদালতে হাজিরা দিয়েছেন, ফলে আদালতে উপস্থিতির প্রক্রিয়া আরও সহজ ও কার্যকর হয়েছে। ইন্টার-অপারেবল ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম ২.০ প্রকল্প রাজ্যের সব কারাগারে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। ই-প্রিজন ২.০-সহ এই প্রকল্পটি কারাকর্মীদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এবং কারা প্রশাসনের সঙ্গে অপরাধ বিচার ব্যবস্থার অন্যান্য সংস্থার ডিজিটাল সমন্বয় নিশ্চিত করছে। কারা আবাসিকদের নাম-ঠিকানা, ব্যক্তিগত তথ্য, মামলার বিবরণ ও বর্তমান অবস্থা, সিএনআর নম্বর, এফআইআর নম্বর, আঙুলের ছাপ, জেল আইডেন্টিফিকেশন নম্বর এবং প্রিজনার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর নিয়মিত ই-প্রিজন পোর্টালে আপলোড করা হচ্ছে।

সচিব জানিয়েছেন, দরিদ্র কারা আবাসিকদের সহায়তা প্রদানে "সাপোর্ট টু পুওর প্রিজনার স্কিম"-এর মাধ্যমে আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে জামিনের বন্ড পূরণ করতে না পারা বিচারাধীন আবাসিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৭৪ জন দরিদ্র আবাসিককে মোট ২১.৬০ লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যাতে তারা জামিনে মুক্তি পেতে পারেন। কারা আবাসিকদের ও দর্শনার্থীদের ই-প্রিজন পোর্টালের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। বন্দি এবং তাঁদের দর্শনার্থীদের আধার সংক্রান্ত তথ্য যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সচিব জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের "মডেল প্রিজন অ্যান্ড কারেকশনাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট, ২০২৩" গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর আদলে "ত্রিপুরা প্রিজনস অ্যান্ড কারেকশনাল সার্ভিসেস বিল" প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত বিলে ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশনা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পরামর্শ ও নির্দেশাবলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কারাগার আধুনিকীকরণের জন্য ৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করে, যা রাজ্যের সব কারাগারে ভিডিও কনফারেন্সিং অবকাঠামো গড়ে তুলতে ব্যয় করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৪.৪০ কোটি টাকার নতুন প্রকল্প প্রস্তাব পাঠানো হয়। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কারাগার আধুনিকীকরণের জন্য আরও ২ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। এছাড়াও কারাগারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে গৃহীত উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে- বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ২০৮টি এবং কাঞ্চনপুর সাব-জেলে ১০টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, কমলপুর ও গন্ডাতুইসা সাব-জেলে ইলেকট্রিক ফেন্সিং স্থাপন, উদয়পুর জেলা কারাগারে মহিলা বন্দিদের জন্য পৃথক কক্ষ/ওয়ার্ড নির্মাণ ইত্যাদি। এছাড়াও ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে যেসমস্ত কাজ চলমান রয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ইলেকট্রিক ফেন্সিং স্থাপন, লংতরাইভ্যালি সাব-জেলে শিশু-সহ মহিলা আবাসিকদের জন্য আবাসন ও কক্ষ নির্মাণ, খোয়াই সাব-জেলে একতলা মহিলা আবাসিক সেল নির্মাণ, বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের বিদ্যমান মহিলা ওয়ার্ডের সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

সচিব সভায় জানান, সামাজিক ন্যায়বিচার ও পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৩৭ জন ভুক্তভোগীকে মোট ১০১.৬৫ লক্ষ টাকা এবং ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ১৫ জনকে ২৬.৭৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। যৌন নির্যাতন ও অন্যান্য অপরাধের শিকার নারীদের জন্য ত্রিপুরা ক্ষতিপূরণ প্রকল্পের আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ২৬ জন নারী ভুক্তভোগী/বেঁচে থাকা ব্যক্তিকে ৯২.৪৫ লক্ষ টাকা এবং ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ২ জনকে ৯ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের দ্রুত আর্থিক সহায়তা ও প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা প্রদানে রাজ্য সরকারের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে।

সচিব আরও জানান, স্বরাষ্ট্র (কারা) দপ্তরে সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১৬টি শূন্যপদ পূরণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ফার্মাসিস্ট পদে ৪টি শূন্যপদ পূরণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ওয়ার্ডার পদে মোট ২৬৩টি (পুরুষ-২৪৯, মহিলা-১৪) শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কারাগারের আবাসিকদের নিরাপত্তা ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে দপ্তরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

## ৯ দফা দাবিতে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি ও ডেপুটেশন দিব্যাঙ্গ সেলের

বিশালগড়, ১৬ জুলাই: বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে ৯ দফা দাবি-সনদ নিয়ে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করল সিপাহীজলা দিব্যাঙ্গ সেল। বৃহস্পতিবার জেলাশাসক ড. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রতিনিধি দল তাদের বিভিন্ন দাবি তুলে ধরে।

দিব্যাঙ্গ সেলের প্রতিনিধিরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে দিব্যাঙ্গদের বিভিন্ন সামাজিক, প্রশাসনিক ও সরকারি পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়ে আসছেন তারা। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এদিন ৯ দফা দাবি-সংবলিত স্মারকলিপি জেলাশাসকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সংগঠনের নেতৃত্ব আশীষ দেবনাথ সংবাদমাধ্যমকে জানান, জেলাশাসক অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের বক্তব্য শোনেন এবং দাবিগুলির যৌক্তিকতা বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, প্রশাসনের ইতিবাচক মনোভাব তাদের আশাবাদী করে তুলেছে।

প্রতিনিধি দলের সদস্যদের দাবি, জেলাশাসক দিব্যাঙ্গদের সমস্যাগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়েছেন। দিব্যাঙ্গ সেলের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে, প্রশাসনের এই ইতিবাচক উদ্যোগের ফলে তাদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবির বাস্তবসম্মত সমাধান মিলবে এবং দিব্যাঙ্গদের জন্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা আরও সহজলভ্য হবে।

## বিশালগড় থানার সামনে জাতীয় সড়কে পুলিশের গাড়ি পার্কিং ঘিরে বিতর্ক, তীব্র যানজটের অভিযোগ

বিশালগড়, ১৬ জুলাই: বিশালগড় থানার সামনে জাতীয় সড়কে পুলিশের একাধিক গাড়ি পার্কিং করে রাখাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে থানা চত্বরে পর্যাপ্ত পার্কিংয়ের অভাবে পুলিশের সরকারি গাড়িগুলি জাতীয় সড়কের একাংশ দখল করে রাখা হচ্ছে। এর জেরে প্রায়ই সৃষ্টি হচ্ছে তীব্র যানজট এবং চরম ভোগান্তিতে পড়ছেন সাধারণ মানুষ।

স্থানীয়দের দাবি, পুলিশের গাড়িগুলি জাতীয় সড়কের পাশে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড় করিয়ে রাখার ফলে রাস্তার একটি অংশ কার্যত সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। এতে যাত্রীবাহী বাস, ছোট গাড়ি, পণ্যবাহী যান এমনকি জরুরি পরিষেবার অ্যাম্বুলেন্সও যানজটে আটকে পড়ছে। বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। অভিযোগকারীদের আরও বক্তব্য, যে পুলিশ প্রশাসন সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে জাতীয় সড়কে অবৈধভাবে গাড়ি পার্কিংয়ের অভিযোগে নিয়মিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেই একই নিয়ম পুলিশের নিজস্ব গাড়ির ক্ষেত্রে কার্যকর হতে দেখা যাচ্ছে না। ফলে প্রশ্ন উঠছে আইনের সমান প্রয়োগ নিয়ে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, থানার মূল ফটকের সামনেই দীর্ঘ সময় যানজটের সৃষ্টি হলেও তা নিয়ন্ত্রণে পুলিশ কর্মকর্তাদের তৎপরতা খুব একটা চোখে পড়ে না। এতে ক্ষোভ বাড়ছে পথচলতি মানুষ ও যানবাহন চালকদের মধ্যে। এলাকাবাসীর দাবি, জাতীয় সড়ককে পার্কিংয়ের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার না করে পুলিশের গাড়ির জন্য স্থায়ী পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হোক। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জন্য যে নিয়ম প্রযোজ্য, সরকারি গাড়ির ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

## কৈলাসহরে স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৬ জুলাই: ঊনকোটি জেলাভিত্তিক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আজ কৈলাসহর সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় আগামী ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হবে কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামে। ঐদিন আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামে আয়োজিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এরপর কারাবাসী, জেলা ও আরজিএম হাসপাতালে এবং মূক ও বধির বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হবে। এছাড়া ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে ঐ দিন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হবে। সন্ধ্যায় ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে আয়োজন করা হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৮০-তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আগামী ১৩ আগষ্ট রাধা কিশোর ইনস্টিটিউশনে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ, রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস। এছাড়াও অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সাগর শুভম দেবনাথ, কৈলাসহর মহকুমার অতিরিক্ত মহাকুমা শাসক এস কার্জন হালাম, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা অজয় দে, জেলা শিক্ষা আধিকারিক রাজেশ দেববর্মা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

**PNIe T No: 14/EE/RD/BSGD/ SPJ/2026-27, Dt.14.07.2026**

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District invites item wise e-tender(Two bid) from the resourceful & bonafied citizen/ Agency / firms for " Hiring of 2 (Two) nos. Maruti EECO incl. fuel and driver for use by the SDO of RD Charilam Sub-Division & SDO of RD Jampuijala Sub Division "upto 3.00 PM of 20.07.2026.

For details contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.

**(Er. Samarendra Debbarma)**
**Executive Engineer**
**RD Bishramganj Division,**
**Sepahijala Tripura**

**ICA/C-1235/26**

**AFFIDAVIT**

I PRAHALLAD CHANDRA DEBNATH employed as RANK -RFN(GD), NO 98060022 at Duluma, Amarpur, Gomati Tripura, 5th Battalion TSR (IR -I) do hare by declare that some of my Document it is written as PRAHLAD CH. DEBNATH, PRAHALLAD CH. DEBNATH, & PRAHALAD CH. DEBNATH instead of PRAHALLAD CHANDRA DEBNATH. That vide Affidavit No 393 dated 15.07.2026 before the Notary Public at Bishalgarh, Sepahijala, Tripura, I declared that all these names refer to the same and one identical person and my actual and correct name is PRAHALLAD CHANDRA DEBNATH.

## মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে রাজ্যপাল প্রভু জগন্নাথদেবের কাছে ত্রিপুরাবাসীর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বলেন, প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী সকলের পক্ষে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে ভগবানের দর্শন করা সম্ভব হয় না। তাই প্রভু জগন্নাথদেব নিজেই রথে আরোহণ করে ভক্তদের মাঝে উপস্থিত হন, যাতে সমাজের প্রতিটি মানুষ ধনী-দরিদ্র, জাত-পাত নির্বিশেষে তাঁর দর্শনের সুযোগ লাভ করতে পারেন। তিনি আরও বলেন, এই ঐতিহ্য আমাদের শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বরের কাছে সকল মানুষ সমান এবং মানবিক মূল্যবোধ ও সম্প্রীতিই সমাজের প্রকৃত শক্তি। রাজ্যপাল আরো বলেন, রথযাত্রার সময় সকলের মনোযোগ ও ভক্তি প্রভু জগন্নাথদেবের প্রতি নিবদ্ধ থাকে, যা এক অনন্য আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি করে। রথযাত্রা সামাজিক ঐক্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং ভ্রাতৃত্ববোধকে আরও সুদৃঢ় করে। বর্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা এই সংস্কৃতির সার্বজনীন আবেদন ও মানবকল্যাণমূলক দর্শনেরই প্রতিফলন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, বিশিষ্ট সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত, টিআইডিসি"র চেয়ারম্যান নবাদল বণিক। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা এসকনের সহ-সভাপতি শ্রীধাম গোবিন্দ দাস প্রভু।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল সহ অন্যান্য অতিথিগণ রথে থাকা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার পূজার্চনা করে রথযাত্রার সূচনা করেন।

## ১১.২১ লক্ষ

● প্রথম পাতার পর

এ বছর প্রায় ২০ লক্ষ পরীক্ষার্থী ভারতের ৫৫১টি শহরের ৫,৪৪০টি পরীক্ষা কেন্দ্র এবং বিদেশের ১৪টি শহরে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অংশ নেন। এই পরীক্ষার মাধ্যমে এমবিবিএস, বিডিএস, আয়ুষ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্নাতক কোর্সে ভর্তির সুযোগ নির্ধারিত হয়।

প্রকাশিত ফল অনুযায়ী, পাঞ্জাবের আরিয়ান গুপ্ত এবং হরিয়ানার পাংশুল বানসাল ৭১৫ নম্বর পেয়ে যৌথভাবে সর্বভারতীয় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। এছাড়া ১৯ জন পরীক্ষার্থী ৭২০-এর মধ্যে ৭০০ নম্বর অর্জন করেছেন এবং ১,৪৯২ জন ৬৫০-এর বেশি নম্বর পেয়েছেন।

এনটিএর তথ্য অনুযায়ী, যোগ্যতা অর্জনকারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৫৮ শতাংশেরও বেশি নারী। পাশাপাশি শীর্ষস্থানীয় অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর বয়স ১৭ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে।

## দাবি কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

করেছে কংগ্রেস।

বিবৃতিতে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের পরিবারগুলোর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি, নিহতদের পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ, পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি পুনর্ব্যক্ত করেছে দলটি।

বিবৃতিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, গত আট বছরে রাজ্যে সংঘটিত একাধিক আলোচিত ঘটনাযার মধ্যে রয়েছে প্রকাশ্যে নারীকে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ, থানা লক-আপে মৃত্যুর ঘটনা, জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ, খাদ্যশস্য আত্মসাৎ, পুলিশ হেফাজতে এক শিক্ষকের মৃত্যু, সাব্রুমে এক যুবতীর হত্যাকাণ্ড, ডিজিপি কার্যালয় সংলগ্ন বহুতলে বিস্ফোরণ, শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজে মনীষা দাসের মৃত্যু এবং সম্প্রতি শঙ্কর চৌমুহনীর বহুতলে বিস্ফোরণে এক যুবকের প্রাণহানির মতো ঘটনাগুলির তদন্ত রিপোর্টও এখনও প্রকাশ করা হয়নি।কংগ্রেসের দাবি, একের পর এক ঘটনায় প্রকৃত সত্য উদঘাটনের পরিবর্তে তদন্ত দীর্ঘায়িত করা হয়েছে, যাতে প্রকৃত দায়ীদের পরিচয় সামনে না আসে। দলটির অভিযোগ, তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে জনমনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।মাদকবিরোধী অভিযান নিয়েও সরকারের সমালোচনা করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সরকার বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধারের দাবি করলেও মাদক পাচারচক্রের মূল হোতাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নজির খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। পাশাপাশি, অতীতে উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য প্রকাশ্যে ধ্বংস করার ঘটনা সংবাদমাধ্যমে এলেও বর্তমানে উদ্ধার হওয়া মাদক নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে বলেও দাবি করেছে দলটি।বিজেপির অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সহিংস ঘটনারও উল্লেখ করে কংগ্রেস দাবি করেছে, সরকার পরিবর্তনের পর রাজ্যে একাধিক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করার দাবি জানানো হয়েছে।বিবৃতির শেষে কুমারঘাট রথকাণ্ডসহ গত আট বছরের সব ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত ও পুলিশি তদন্তের পূর্ণাঙ্গ এবং বিশ্বাসযোগ্য রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। পাশাপাশি, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং স্বচ্ছ তদন্তের দাবিতে রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় ও সচেতন মানুষকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস।

## ক্ষমা চাওয়ার দাবি

● প্রথম পাতার পর

প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা দুর্বল করতে পারে এবং পুলিশ ও সিভিল সার্ভিসের আধিকারিকদের মনোবলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনপ্রতিনিধিদের সরকারের নীতি, সিদ্ধান্ত ও প্রশাসনিক কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন তোলার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তবে সেই সমালোচনা অবশ্যই যুক্তিনির্ভর, শালীন এবং দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। কোনও ব্যক্তিগত আক্রমণ বা অপমানজনক ভাষা ব্যবহার গণতান্ত্রিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।বিবৃতিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, সাম্প্রতিক সময়ে বিরোধী দলনেতা রাজ্য সরকারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বিরুদ্ধেও ভিত্তিহীন ও আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। অ্যাসোসিয়েশনের মতে, প্রমাণ ছাড়া সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বারবার ব্যক্তিগত আক্রমণ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে এবং আইন মেনে দায়িত্ব পালনকারী আধিকারিকদের মনোবলে আঘাত করে।

অ্যাসোসিয়েশন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীকে তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করে প্রকাশ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সমস্ত জনপ্রতিনিধির কাছে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির মর্যাদা বজায় রাখতে সৌজন্য, পারস্পরিক সম্মান ও দায়িত্বশীল বক্তব্য রাখার আবেদন জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন আইএএস অ্যাসোসিয়েশন, ত্রিপুরা শাখার সভাপতি এর. রাজেশ কুমার দাস (আইএএস), আইপিএস অ্যাসোসিয়েশন, ত্রিপুরা শাখার সভাপতি আর. দারিবিং (আইপিএস) এবং আইএফএস অ্যাসোসিয়েশন, ত্রিপুরা শাখার সভাপতি এস. প্রভু (আইএফএস)।

## হরতালের ডাক

● প্রথম পাতার পর

পাওয়ায় আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হওয়ায় এবার ফের আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হয়েছেন বলে দাবি করেন তারা।

অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বের অভিযোগ, বিদ্যুৎ নিগমের এমডি নিজের ইচ্ছামতো কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ঠিকাদারের বিল দ্রুত পরিশোধ করলেও অধিকাংশ ঠিকাদারের বিল দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন টেবিলে আটকে রাখা হচ্ছে। বিল প্রক্রিয়াকরণের শেষ পর্যায়ে এসে নানা অজুহাতে তা ফের আটকে দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়।

তাদের দাবি, গত বছরের দুর্গাপূজোর আগে জমা দেওয়া একাধিক বিল এখনও পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়নি। ফলে বহু ঠিকাদার আর্থিক সংকটে পড়েছেন। এমনকি লক্ষ লক্ষ টাকার বিল বকেয়া থাকলেও কোনো ঠিকাদার বিপদে পড়ে বা অসুস্থ হলে সামান্য কিছু বিল মিটিয়ে দেওয়ার আবেদন করলে তাতেও কর্ণপাত করেন না এমডি সাহেব। কর্মীদের বেতন, সরঞ্জামের মূল্য এবং অন্যান্য প্রশাসনিক খরচ মেটাতে গিয়ে তারা চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। সংগঠনের নেতাদের অভিযোগ, বিদ্যুৎ নিগমের এমডি স্বৈরাচারী মনোভাব নিয়ে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে বিল নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তারা জানান।

অ্যাসোসিয়েশনের স্পষ্ট বক্তব্য, যতদিন পর্যন্ত সমস্ত বকেয়া বিল পরিশোধ না করা হবে, ততদিন এই কর্মবিরতি চলবে। আন্দোলনের ফলে বিদ্যুৎ দপ্তরের বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কাজের ওপর প্রভাব পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

## করছে মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ধর্মীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি জানান, প্রাক্তন রাজপরিবারের সময়কার মন্দির ও ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলির সংস্কার ও পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে। এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম যাতে রাজ্যের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নিজের শৈশবের স্মৃতিচারণ করে ড. সাহা বলেন, ছোটবেলায় তিনি বহুবার এই মন্দিরে এসেছেন। স্থানীয় মানুষের কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী সিপিএমকে নিশানা করে বলেন, মেলারমাঠে অবস্থিত সিপিএমের কার্যালয় এবং তাদের সহযোগী সংগঠনগুলি 'মিথ্যার প্রতিষ্ঠান'-এ পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা বিভ্রান্তিকর তথ্যের আড়ালে রাজনীতি করে আসছে।

মুখ্যমন্ত্রীর মন্দির পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার, পুলিশ সুপার নমিত পাঠক-সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

পুজো শেষে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও সার্বিক কল্যাণ কামনা করেন।

## তরুণীর মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হবে।

এই আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় রথযাত্রার উৎসবমুখর পরিবেশ মুহূর্তেই শোকের আবহে ঢেকে যায়। পরিবার-পরিজন, এলাকাবাসী এবং রথযাত্রায় অংশগ্রহণকারী ভক্তদের মধ্যে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া। তরুণীর অকাল মৃত্যুতে ধর্মনগরজুড়ে শোকের পরিবেশ বিরাজ করছে।

## দলনেতার

● প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায়, সংস্থার অনুভূতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখেই বলছি এই সংস্থারও অবশ্যই যত্নশীল থাকা দরকার তাঁদের কোন সদস্যের অকর্মণ্যতা, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে অনীহা যেন নিজেদের সুনাম এবং গোটা ব্যবস্থাকে কলঙ্কিত ও দুর্বল না করে। তিনি বলেন, আমি গভীরভাবে দুঃক্ষিত একজন দায়িত্বশীল আধিকারিকের কর্তব্যে নির্লিপ্ততায় আমাকে রাজপথে দাঁড়িয়ে এতগুলি কটু (কিন্তু অনিবার্য) কথা বলতে বাধ্য করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের আরক্ষা ও সাধারণ প্রশাসনের উপর থেকে নীচু তলা অব্দি সমস্ত সৎ ও নিষ্ঠাবান আধিকারিক ও অধস্তন কর্মীদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমার ও আমাদের পার্টি সিপিআই(এম)-এর সর্বদা আস্থা ছিল এবং থাকবে।

ঘটনা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, ১৫ জুলাই চোত্তাখলায় বাদল শীলের স্মরণসভা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির জন্য প্রশাসনের অনুমতি থাকলেও, সম্ভাব্য উত্তেজনার কথা বিবেচনা করে ১৩ জুলাই দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার আবেদন জানানো হয়। পরদিন তিনি নিজেও রাজ্য পুলিশের ডিজিপির সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি অবগত করেন বলে দাবি করেন।

জিতেন্দ্র চৌধুরীর অভিযোগ, প্রশাসনের আশ্বাস সত্ত্বেও কর্মসূচির দিন সকাল থেকেই বিজেপি-সমর্থিত সমাজবিরোধীরা চোত্তাখলায় জড়ো হয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন শুরু করে। বিষয়টি বারবার পুলিশকে জানানো হলেও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাঁর দাবি, বিকেল তিনটায় কর্মসূচিতে অংশ নিতে সিপিআই(এম)-এর কর্মী-সমর্থকরা সভাস্থলের দিকে গেলে পুলিশের সামনেই তিনটি গাড়িতে হামলা চালানো হয় এবং অন্তত পাঁচ থেকে ছয়জন গুরুতর আহত হন। ঘটনার খবর পেয়ে তিনি দক্ষিণ ত্রিপুরার এসপি-র সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও কোনও সাড়া পাননি। পরে ডিজিপির সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি এসপি-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার আশ্বাস দেন বলে জিতেন্দ্র চৌধুরীর দাবি।তিনি আরও অভিযোগ করেন, চোত্তাখলায় পৌঁছানোর প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার আগে থেকে একাধিকবার পুলিশ তাঁর গাড়ি আটকে দেয়। প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্বের পর সভাস্থলের কাছে পৌঁছালে অতিরিক্ত এসপি ও এক ডেপুটি কালেক্টরের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী তাঁদের পথরোধ করে। অথচ আইনভঙ্গকারী ও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে পুলিশ গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে বাধা সৃষ্টি করেছে বলে তাঁর অভিযোগ।এই ঘটনার পর পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, সন্ত্রাসবাদ দমনে আত্মত্যাগের মাধ্যমে যে ত্রিপুরা পুলিশ দেশজুড়ে সম্মান অর্জন করেছে, কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন আধিকারিকের জন্য সেই বাহিনীর মর্যাদা আজ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। পুলিশের মর্যাদা এবং উর্দির পবিত্রতা এখন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার এসপি-র মত রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালনে অক্ষম কতিপয় আধিকারিকের জন্য মাটিতে লুটছে।

## সুপ্রিম কোর্ট

● প্রথম পাতার পর

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীরাও আগের ভাষা-সমন্বয় বজায় রাখতে পারবে। পাশাপাশি, বর্তমান ব্যাচের ক্ষেত্রে তৃতীয় ভাষার মূল্যায়ন শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণভাবে হবে এবং তা দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার অংশ হবে না।

এদিকে, ১৫ মে-র সিবিএসই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি আগামী সপ্তাহে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে হওয়ার কথা।

নানির সময় বিচারপতি নাগারথনা স্পষ্ট করেন যে, তিন-ভাষা নীতিতে কোথাও হিন্দি বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়নি। তিনি বলেন, রাজ্যের ভাষা, ইংরেজি এবং যে কোনও তৃতীয় ভাষা শেখানো যেতে পারে। কোথাও হিন্দি বাধ্যতামূলক বলা হয়নি।

এছাড়া, কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে শুধুমাত্র কেন্দ্রের উদ্যোগ বলে প্রত্যাখ্যান না করার পরামর্শও দেন তিনি। তাঁর মন্তব্য, রাজ্যের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা থাকতে পারে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের স্কুলগুলিকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ১১ আগস্ট।

## বিশালগড় থানার সামনে জাতীয় সড়কে পুলিশের গাড়ি পার্কিং ঘিরে বিতর্ক, তীব্র যানজটের অভিযোগ

বিশালগড়, ১৬ জুলাই: বিশালগড় থানার সামনে জাতীয় সড়কে পুলিশের একাধিক গাড়ি পার্কিং করে রাখাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে থানা চত্বরে পর্যাপ্ত পার্কিংয়ের অভাবে পুলিশের সরকারি গাড়িগুলি জাতীয় সড়কের একাংশ দখল করে রাখা হচ্ছে। এর জেরে প্রায়ই সৃষ্টি হচ্ছে তীব্র যানজট এবং চরম ভোগান্তিতে পড়ছেন সাধারণ মানুষ।

স্থানীয়দের দাবি, পুলিশের গাড়িগুলি জাতীয় সড়কের পাশে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড় করিয়ে রাখার ফলে রাস্তার একটি অংশ কার্যত সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। এতে যাত্রীবাহী বাস, ছোট গাড়ি, পণ্যবাহী যান এমনকি জরুরি পরিষেবার অ্যাম্বুলেন্সও যানজটে আটকে পড়ছে। বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

অভিযোগকারীদের আরও বক্তব্য, যে পুলিশ প্রশাসন সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে জাতীয় সড়কে অবৈধভাবে গাড়ি পার্কিংয়ের অভিযোগে নিয়মিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেই একই নিয়ম পুলিশের নিজস্ব গাড়ির ক্ষেত্রে কার্যকর হতে দেখা যাচ্ছে না। ফলে প্রশ্ন উঠছে আইনের সমান প্রয়োগ নিয়ে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, থানার মূল ফটকের সামনেই দীর্ঘ সময় যানজটের সৃষ্টি হলেও তা নিয়ন্ত্রণে পুলিশ কর্মকর্তাদের তৎপরতা খুব একটা চোখে পড়ে না। এতে ক্ষোভ বাড়ছে পথচলতি মানুষ ও যানবাহন চালকদের মধ্যে। এলাকাবাসীর দাবি, জাতীয় সড়ককে পার্কিংয়ের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার না করে পুলিশের গাড়ির জন্য স্থায়ী পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হোক। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জন্য যে নিয়ম প্রযোজ্য, সরকারি গাড়ির ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

## ৯ দফা দাবিতে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি ও ডেপুটেশন দিব্যাঙ্গ সেলের

বিশালগড়, ১৬ জুলাই: বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে ৯ দফা দাবি-সনদ নিয়ে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করল সিপাহীজলা দিব্যাঙ্গ সেল। বৃহস্পতিবার জেলাশাসক ড. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রতিনিধি দল তাদের বিভিন্ন দাবি তুলে ধরে।

দিব্যাঙ্গ সেলের প্রতিনিধিরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে দিব্যাঙ্গদের বিভিন্ন সামাজিক, প্রশাসনিক ও সরকারি পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়ে আসছেন তারা। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এদিন ৯ দফা দাবি-সংবলিত স্মারকলিপি জেলাশাসকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সংগঠনের নেতৃত্ব আশীষ দেবনাথ সংবাদমাধ্যমকে জানান, জেলাশাসক অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের বক্তব্য শোনেন এবং দাবিগুলির যৌক্তিকতা বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, প্রশাসনের ইতিবাচক মনোভাব তাদের আশাবাদী করে তুলেছে।

প্রতিনিধি দলের সদস্যদের দাবি, জেলাশাসক দিব্যাঙ্গদের সমস্যাগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়েছেন। দিব্যাঙ্গ সেলের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে, প্রশাসনের এই ইতিবাচক উদ্যোগের ফলে তাদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবির বাস্তবসম্মত সমাধান মিলবে এবং দিব্যাঙ্গদের জন্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা আরও সহজলভ্য হবে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

### জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## হায়দ্রাবাদের গোলকোন্ডা দুর্গের আদলে প্যান্ডেল, খুঁটিপূজা লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারে

আগরতলা, ১৬ জুলাই: রাজধানী আগরতলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারে ৭৪তম শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষে বৃহস্পতিবার খুঁটিপূজার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো এবারের দুর্গাপূজার প্রস্তুতি। প্রতি বছরের মতো এবারও জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের লক্ষ্যে খুঁটিপূজার মাধ্যমে প্রতিমা নির্মাণ ও মণ্ডপ তৈরির কাজের সূচনা করা হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সহ-সভাপতি সুবল ভৌমিক, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকারসহ লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের কর্মকর্তারা, সদস্য ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

সুবল ভৌমিক বলেন, দীর্ঘ ৭৪ বছর ধরে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার ঐতিহ্য ও গৌরবের সঙ্গে শারদীয়া দুর্গোৎসবের আয়োজন করে আসছে। প্রতিমা নির্মাণ, মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় এই পূজা বরাবরই রাজ্যের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

তিনি জানান, এবারের দুর্গাপূজার মূল আকর্ষণ হতে চলেছে হায়দ্রাবাদের ঐতিহাসিক গোলকোন্ডা দুর্গের আদলে নির্মিত সুদৃশ্য মণ্ডপ। দর্শনার্থীদের জন্য নতুনত্ব ও নান্দনিকতার সমন্বয়ে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যাতে প্রতি বছরের মতো এবারও পূজা দেখতে আসা মানুষ এক ভিন্ন অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে পারেন।

সুবল ভৌমিক আরও বলেন, লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের দুর্গাপূজার প্রতি শুধু রাজধানী নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষেরও বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। বিগত বছরগুলিতে মানুষের যে ভালোবাসা ও সমর্থন ক্লাব পেয়েছে, তা ধরে রাখার পাশাপাশি এবছরও আরও আকর্ষণীয় ও সুষ্ঠুভাবে উৎসবের আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

খুঁটিপূজার মধ্য দিয়ে শারদোৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হওয়ায় ক্লাব প্রাঙ্গণে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। উদ্যোক্তাদের আশা, ঐতিহ্য, শিল্পনৈপুণ্য এবং সৃজনশীলতার সমন্বয়ে এবারের লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের দুর্গোৎসবও দর্শনার্থীদের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে।

## 'মহাশক্তিধর ভারত' থিমে দেশবন্ধু ক্লাবের দুর্গাপূজা, খুঁটিপূজার মধ্য দিয়ে শুরু প্রস্তুতি

আগরতলা, ১৬ জুলাই: রাজধানীর নতুননগর কো-অপারেটিভ, এয়ারপোর্ট রোডস্থিত ঐতিহ্যবাহী দেশবন্ধু ক্লাবে বৃহস্পতিবার খুঁটিপূজার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো এবারের শারদীয়া দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি। পূজা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাব ও পূজা কমিটির পদাধিকারীরা এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

এবার দেশবন্ধু ক্লাবের দুর্গাপূজার মূল প্রতিপাদ্য বা থিম 'মহাশক্তিধর ভারত'। উদ্যোক্তাদের দাবি, বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তি, সক্ষমতা এবং বিশ্বমঞ্চে দেশের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানকে সৃজনশীল উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরা হবে এবারের পূজামণ্ডপে।

খুঁটিপূজার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূজা কমিটির সম্পাদক সুব্রত দেবনাথ, ক্লাব সম্পাদক তপন মিত্র, কোষাধ্যক্ষ রাজেশ ঘোষ, সভাপতি দীপঙ্কর দেবসহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও পূজার্চনার মধ্য দিয়ে প্রতিমা নির্মাণ এবং মণ্ডপ তৈরির কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

পূজা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবারের পূজার জন্য প্রায় ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। সম্পূর্ণ মণ্ডপ এবং প্রতিমা রাজ্যের শিল্পীদের হাতেই নির্মিত হবে। স্থানীয় শিল্পীদের কাজের মাধ্যমে নান্দনিক ও আকর্ষণীয় পরিবেশ গড়ে তোলার পাশাপাশি দর্শনার্থীদের জন্য একটি ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

উদ্যোক্তাদের আশা, অভিনব থিম, শিল্পসম্মত মণ্ডপসজ্জা এবং সুষ্ঠু আয়োজনের মাধ্যমে এবারের দেশবন্ধু ক্লাবের দুর্গাপূজাও রাজধানীর অন্যতম আকর্ষণে পরিণত হবে।

## প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাবের দুর্গোৎসব, রথযাত্রার পুণ্য তিথিতে খুঁটিপূজার মধ্য দিয়ে শুরু প্রস্তুতি

তেলিয়ামুড়া, ১৬ জুলাই: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজার আর বেশি দেরি নেই। পঞ্জিকার পাতা জানিয়ে দিচ্ছে দেবীপক্ষের আগমনের দিন গুনছে আপামর বাঙালি। সেই আবহেই রথযাত্রার পবিত্র তিথিতে খুঁটিপূজার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো তেলিয়ামুড়ার ঐতিহ্যবাহী প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাব-এর ৫১তম বর্ষের শারদীয়া দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি।

বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গণে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মণ্ডপ নির্মাণ এবং প্রতিমা তৈরির কাজের শুভ সূচনা করা হয়। শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের আশীর্বাদকে স্মরণ করে অনুষ্ঠিত খুঁটিপূজায় ক্লাবের সদস্য, বিশিষ্টজন, শুভানুধ্যায়ী ও ভক্তদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাব খোয়াই জেলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় দুর্গাপূজার আয়োজক হিসেবে পরিচিত। প্রতিবছরই ব্যতিক্রমী থিম, শিল্পসম্মত মণ্ডপ, আধুনিক আলোকসজ্জা এবং অভিনব উপস্থাপনার মাধ্যমে এই পূজা জেলার অন্যতম আকর্ষণে পরিণত হয়। শুধু তেলিয়ামুড়া নয়, খোয়াই জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি রাজ্যের নানা এলাকা থেকেও অসংখ্য দর্শনার্থী এই পূজা উপভোগ করতে ভিড় জমান।

ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, এবারের দুর্গাপূজার মূল আকর্ষণ হতে চলেছে অযোধ্যার ঐতিহাসিক রাম মন্দিরের আদলে নির্মিত একটি সুদৃশ্য মণ্ডপ। এছাড়াও দর্শনার্থীদের জন্য থাকছে অত্যাধুনিক লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো, যা পূজার আকর্ষণকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।

এবারের আয়োজনের অন্যতম বিশেষ চমক হিসেবে খোয়াই জেলার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হচ্ছে জাঁকজমকপূর্ণ 'রাবণ বধ' অনুষ্ঠান। দশেরা উপলক্ষে বিশাল আকৃতির রাবণের প্রতিকৃতি দহন, বর্ণাঢ্য আলোকসজ্জা, আতশবাজি এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে দর্শকদের জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উদ্যোক্তাদের আশা, এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ তেলিয়ামুড়ার পাশাপাশি গোটা খোয়াই জেলার মানুষের কাছে বিশেষ আকর্ষণে পরিণত হবে।

ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্গাপূজা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি সম্প্রীতি, ঐক্য ও সামাজিক বন্ধনের এক মহামিলন। তাই সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে উৎসবকে সর্বজনীন রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই তাদের এই আয়োজন। আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে পুরোদমে চলবে মণ্ডপ নির্মাণ, প্রতিমা গঠন, আলোকসজ্জা ও থিম বাস্তবায়নের কাজ। উদ্যোক্তাদের বিশ্বাস, ঐতিহ্য, সৃজনশীলতা এবং নতুনত্বের সমন্বয়ে এবারের ৫১তম বর্ষের প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাবের দুর্গোৎসব তেলিয়ামুড়া তথা খোয়াই জেলার অন্যতম সেরা আকর্ষণে পরিণত হবে।

## রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধের

আগরতলা, ১৬ জুলাই: রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধের। ওই ঘটনায় বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত নাথুং বাজার ও আদিবাসী কলোনি এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত মৃতার পরিচয় জানা যায়নি।

জানা গেছে, আজ সকাল ১১টা নাগাদ চলন্ত ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করছেন এলাকাবাসী। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ এবং জিআরপি-এর কর্মীরা। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর প্রস্তুতি নেয়।

তবে এখনও পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। বৃদ্ধের সঙ্গে থাকা কোনো পরিচয়পত্র বা প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে। এটি দুর্ঘটনা নাকি অন্য কোনো কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশ। মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানতে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ। পাশাপাশি আশপাশের এলাকায় খোঁজখবর শুরু করা হয়েছে।

## পাড়ায় পাড়ায় ছোট রথে জমে উঠল রাজধানীর রথযাত্রা, উচ্ছ্বাসে মাতল কচিকাঁচারা

আগরতলা, ১৬ জুলাই: রাজধানীতে ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা উৎসবকে ঘিরে বড় রথের পাশাপাশি ছোট রথেও জমে উঠল উৎসবের আবহ। প্রতি বছরের মতো এবছরও রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে শহরের বিভিন্ন পাড়া ও মহল্লায় ছোট ছোট রথ নিয়ে বের হতে দেখা গেল কচিকাঁচাদের। তাদের উৎসাহ, আনন্দ আর ধর্মীয় আবেগে মুখর হয়ে ওঠে রাজধানীর অলিগলি। জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রার প্রতিকৃতি সাজিয়ে ছোট রথ টেনে নিয়ে যেতে দেখা যায় শিশুদের। পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় বাসিন্দারাও এই আয়োজনে শামিল হন। অনেক জায়গায় কীর্তন, শঙ্খধ্বনি ও 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনির মধ্য দিয়ে ছোট রথের শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

শিশুদের হাতে রথের দড়ি, রঙিন পোশাক এবং উৎসবমুখর পরিবেশ রাজধানীর রথযাত্রায় এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, নতুন প্রজন্মের মধ্যে রথযাত্রার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও এই ছোট রথের শোভাযাত্রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে মনে করছেন অভিভাবকরা।

প্রতি বছরের মতো এবছরও রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ছোট রথকে ঘিরে ছিল ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা। বড় রথের জাঁকজমকের পাশাপাশি কচিকাঁচাদের এই ছোট রথযাত্রাও উৎসবের অন্যতম আকর্ষণে পরিণত হয়েছে।

## জলাবদ্ধতা ও নগর ড্রেনেজ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে আগরতলায় দু'দিনব্যাপী ব্রেইনস্টর্মিং সেমিনার অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৬ জুলাই: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্রমবর্ধমান জলাবদ্ধতা ও নগর ড্রেনেজ ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজতে আগরতলায় শুরু হলো দু'দিনব্যাপী ব্রেইনস্টর্মিং সেমিনার। রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তর এবং জলসম্পদ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞা ভবনে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আগরতলা শহরের জলাবদ্ধতা ও নগর ড্রেনেজ সমস্যা: চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ করণীয়।"

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, রাজ্য সরকারের সচিব কিরণ গিত্তে, আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার সাজু বাহিদসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিক, নগর পরিকল্পনাবিদ, গবেষক, প্রকৌশলী ও নীতিনির্ধারকরা।

দু'দিনব্যাপী এই সেমিনারে আগরতলা শহরে জলাবদ্ধতার মূল কারণ, বিদ্যমান ড্রেনেজ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, আধুনিক নগর ড্রেনেজ পরিকল্পনা এবং দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সমাধানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিনিময় হবে। পাশাপাশি নগর পরিকাঠামো উন্নয়ন, বৃষ্টির জল ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও বিশেষজ্ঞরা তাঁদের মতামত তুলে ধরবেন।

আয়োজকদের মতে, দ্রুত নগরায়ণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আগরতলা শহরে জলাবদ্ধতার সমস্যা দিন দিন জটিল হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বিত উদ্যোগ, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ এবং বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি কার্যকর রূপরেখা তৈরি করাই এই সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য।

সংশ্লিষ্টদের আশা, এই আলোচনা থেকে উঠে আসা সুপারিশগুলি বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে আগরতলা শহরকে জলাবদ্ধতামুক্ত, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই নগর হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

## জয় জগন্নাথের জয়ধ্বনিতে

● আটের পাতার পর

ধুয়ে মুছে গেল রথের চাকার তলায়। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, নৃত্যের ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে প্রভু জগন্নাথের রথ টেনে নিয়ে গেল মাসির বাড়ির দিকে। উৎসবের রঙে রাঙা হল আমজাদ নগর, আর সেই রঙে আঁকা হল নতুন ভারতের এক টুকরো ছবি।কাঁটাতারের ওপারে দেশ ভাগ হলেও এপারে ভাগ হয়নি মানুষের মন। আমজাদ নগরের রথযাত্রা আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, সম্প্রীতির এই রথের চাকা থামবার নয়। ধর্মের নামে বিভেদের কারবারিরা যখন বিষ ছড়ায়, তখন সীমান্তের এই গ্রাম ভালোবাসার রশিতে বাঁধে হাজারো হৃদয়। আমজাদ নগরে সম্প্রতি রথের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েতে সমিতির চেয়ারম্যান শম্ভু নাথ কর, বিলোনিয়া থানার ওসি সঞ্জিত সেন, বিশিষ্ট আইনজীবী দেবাশিস কর, দক্ষিণ জেলা পরিষদের সুমন দেবনাথ, আমজাদ নগর গাম পঞ্চায়েতের প্রধান সানোয়ারা বেগম সহ রথ যাত্রার কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক সহ অন্যান্য অতিথিরা।

## রথ দেখে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক

● আটের পাতার পর

থেকে আমবাসার দিকে যাওয়া টিআর -০১ - সিকে - ০৪১০ নম্বরের একটি অল্টো কে-১০ গাড়ির সামনে হঠাৎ চলে আসেন যতীন্দ্র সরকার। চালক ব্রেক কষার চেষ্টা করলেও গাড়িটি তাঁকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার অভিঘাতে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান এবং গাড়ির দুটি চাকা তাঁর একটি পায়ের উপর দিয়ে চলে যায়। এতে তাঁর পা গুরুতরভাবে থেঁতলে যায় এবং তিনি গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত এগিয়ে এসে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন। পরে দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়িতেই তাঁকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেন।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়িটি আটক করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে পুলিশ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি।

রথযাত্রার মতো আনন্দঘন দিনে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনায় এলাকায় শোক ও উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা উৎসবের সময় যানবাহন চলাচলে আরও সতর্কতা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন।

## গোমতী জেলার খাদ্য দপ্তরে জেলাশাসকের আকস্মিক পরিদর্শন, স্বচ্ছতা ও দ্রুত পরিষেবা নিশ্চিত করার নির্দেশ

উদয়পুর, ১৬ জুলাই: গোমতী জেলার জেলাশাসক রিংকু লাঠের বৃহস্পতিবার খাদ্য, অসামরিক সরবরাহ ও ক্রেতা বিষয়ক দপ্তরের উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে আকস্মিক পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দপ্তরের কার্যপদ্ধতি, পরিষেবা প্রদান, নথিপত্র সংরক্ষণ এবং গণবন্টন ব্যবস্থা (পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম বা পিডিএস)-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন খতিয়ে দেখা।

পরিদর্শনকালে জেলাশাসক দপ্তরের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের অভিযোগ দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

তিনি সরকারি নির্দেশিকা কঠোরভাবে অনুসরণ করে নাগরিকবান্ধব পরিষেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জনসেবার মান আরও উন্নত করার ওপর জোর দেন। দপ্তরের বিভিন্ন নথিপত্র ও প্রশাসনিক কার্যক্রমও তিনি পর্যালোচনা করেন।

প্রশাসনিক মহলের মতে, জেলাশাসকের এই ধরনের আকস্মিক পরিদর্শন সরকারি দপ্তরগুলিতে কর্মসংস্কৃতি, জবাবদিহিতা এবং পরিষেবার মানোন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে এই মূল্যায়নটি প্রশাসনিক মহলের পর্যবেক্ষণ, সরকারি অবস্থান নয়।

## চরম অব্যবস্থার মধ্যে গোমতী নদীর পাড়, বিপদের মুখে পুণ্যার্থীরা

আগরতলা,১৬ জুলাই: চরম অব্যবস্থা, নিরাপত্তাহীনতা আর আতঙ্কের মধ্যেই পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ডদান ও তর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছেন সনাতন ধর্মাবলম্বী পুণ্যার্থীরা। সোনামুড়ার বটতলী সুইজগেট এলাকার গোমতী নদীর পাড়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে দূর-দূরান্ত থেকে আসা মানুষজনকে। প্রশাসনের উদাসীনতা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্রমেই বাড়ছে ক্ষোভ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একসময় পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে গোমতী নদীর এই ঘাটে একটি পাকা ঘাটলা নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু ভয়াবহ বন্যায় সেটি সম্পূর্ণ ভেঙে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এরপর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও নতুন করে ঘাটলা নির্মাণ বা সংস্কারের কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

বর্তমানে ভাঙাচোরা ও পিচ্ছিল নদীর পাড় দিয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদীতে নামতে হচ্ছে পুণ্যার্থীদের। বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু ও মহিলাদের জন্য পরিস্থিতি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেকোনো মুহূর্তে পা পিছলে নদীতে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। শুধু নিরাপত্তাই নয়, পুণ্যার্থীদের জন্য নেই ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাও। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার জন্য নেই কোনো বিশ্রামাগার বা ছাউনির ব্যবস্থা। রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করেই খোলা আকাশের নিচে সময় কাটাতে হচ্ছে মানুষকে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে শৌচাগারের অভাব। দূর-দূরান্ত থেকে আসা পুণ্যার্থীদের, বিশেষ করে মহিলাদের, এর ফলে চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।

এদিকে মহিলাদের স্নানের বিষয়টি নিয়েও উঠেছে গুরুতর অভিযোগ। ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী পিণ্ডদানের আগে অনেক মহিলাকেই নদীতে স্নান করতে হয়। কিন্তু নদীর ঘাটে নেই কোনো আড়াল, নেই চেঞ্জিং রুম বা নিরাপদ ব্যবস্থা। ফলে প্রকাশ্য নদীর পাড়েই বাধ্য হয়ে স্নান ও পোশাক পরিবর্তন করতে হচ্ছে তাঁদের। বিষয়টি নিয়ে পুণ্যার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই ঘাটে দ্রুত পাকা ঘাটলা নির্মাণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, শৌচাগার, বিশ্রামাগার এবং মহিলাদের জন্য পৃথক স্নানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী।

## জঙ্গলে ও বসতঘরে পুঁতে রাখা

● আটের পাতার পর

নেমে বাড়ির মাটির নিচে পুঁতে রাখা বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে সিপাহীজলা জেলার দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে এই অভিযান চালানো হয়। ঘটনায় অভিযুক্ত গৃহকর্তা অনুকূল দাস পলাতক থাকলেও তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সকালে মধুপুর থানার পুলিশ দেবীপুর এলাকার অনুকূল দাসের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা অভিযানে একটি মাটির ঘরের ভেতরে মাটির নিচে পুঁতে রাখা এবং বাড়ির অন্য একটি ঘরে লুকিয়ে রাখা মোট ছয়টি প্লাস্টিকের ড্রামে শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পুলিশের দাবি, উদ্ধার হওয়া শুকনো গাঁজার মোট ওজন ৮৮ কেজি ১০০ গ্রাম। পাশাপাশি বাড়ির পাশের জমিতে থাকা গাঁজার চারাগুলিও ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পুলিশের উপস্থিতির খবর পেয়ে অভিযুক্ত অনুকূল দাস ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে তার মাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির বিভিন্ন অংশে আরও তল্লাশি চালানো হয়। অভিযানে উদ্ধার হওয়া সমস্ত মাদক বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এদিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় ডিএসপি (অপারেশন) প্রসেনজিৎ দাস, মধুপুর থানার ওসি উজ্জ্বল চৌধুরী-সহ পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত অনুকূল দাসের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারার অধীনে মামলা রুজু করা হয়েছে। পলাতক অভিযুক্তকে গ্রেফতারের জন্য তল্লাশি শুরু হয়েছে এবং খুব শিগগিরই তাকে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ মনে করছে, এর সঙ্গে বৃহত্তর কোনো মাদক পাচার চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ফের কদমতলা

● আটের পাতার পর

কোমর পর্যন্ত অংশ দেখা গেলেও, মুখ স্পষ্টভাবে ধরা পড়েনি।

দোকান মালিকের দাবি, বৃহস্পতিবার থেকে বিশেষ ছাড়ের অফার শুরু হওয়ার কথা থাকায় আগের দিনই বিভিন্ন নামী সংস্থার বিপুল সংখ্যক মোবাইল ফোন দোকানে এনে রাখা হয়েছিল। চোরের দল প্রায় ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের মোবাইল ফোন ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায়। তবে আশ্চর্যজনকভাবে দোকানে থাকা আইফোনগুলো স্পর্শও করেনি তারা।

ঘটনার খবর পেয়ে কদমতলা থানার পুলিশ ও বাজার কমিটির সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। পুলিশের ফরেনসিক ও প্রযুক্তিগত তদন্তের পাশাপাশি সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে শনাক্ত বা গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

এদিকে, দোকান মালিকের বড় ভাই রুহেল আহমেদ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কদমতলা বাজারে নৈশপ্রহরী ও পুলিশের টহল থাকার পরও বারবার একই ধরনের চুরির ঘটনা ঘটছে। তাঁর অভিযোগ, অতীতেও তাঁর 'রুহেল মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স' দোকানে একাধিকবার চুরি হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো চোর চক্রকে আইনের আওতায় আনতে পারেনি পুলিশ। এবার একই পরিণতি হলো তাঁর ছোট ভাইয়ের দোকানের।

তিনি বাজারে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার পাশাপাশি দ্রুত চুরি চক্রকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের দাবি জানান। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, একের পর এক চুরির ঘটনায় বাজারে নিরাপত্তাহীনতা চরম আকার ধারণ করেছে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপের অপেক্ষায় রয়েছেন তারা। পরপর দুই দিনে কদমতলা বাজারে সংঘটিত বড় ধরনের চুরির ঘটনায় ব্যবসায়ী মহলে তীব্র উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। এখন সকলের নজর পুলিশের তদন্তের দিকেএই সংঘবদ্ধ চোরচক্রের রহস্য উদ্ঘাটন করে অপরাধীদের কত দ্রুত আইনের আওতায় আনা যায়, সেটাই দেখার বিষয়।

অঙ্গন

# রক্তের স্বাদ পেয়ে গিয়েছিলাম ওদের ছিঁড়ে খেয়েছি!

আরও এক বার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন তিনি। পর পর দু'বার বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন। সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও জিতেছে তাঁর দল। বার বার অসাধ্যসাধন করছেন লিয়োনেল স্কালোনি। ইংল্যান্ডকে হারিয়ে মনের কথা জানালেন আর্জেন্টিনার কোচ। জানালেন, কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর দল সেরা খেলাটা খেলে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে স্কালোনি বলেন, "কঠিন পরিস্থিতিতেই আমরা নিজেদের সেরা খেলাটা খেলি। ওরা একটু চাপে পড়েছিল। ব্যস, রক্তের স্বাদ পেয়ে গিয়েছিলাম। আক্রমণ করেছি। ওদের ছিঁড়ে খেয়েছি। এখন এটাই আমার মনে হচ্ছে।"
এখনও লিয়োনেল মেসিদের খেলা তাঁকে অবাক করে। আর্জেন্টিনার কোচের মুখে দলের লড়াইয়ের কথা। স্কালোনি বলেন, "এই জয়ের আনন্দ আমার ও আমার দেশের মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি। এই দলটা বার বার আমাকে অবাক করে। যদি হারতাম তা হলেও সন্তুষ্ট থাকতাম। আমরা চেষ্টা করেছি। গোলের সুযোগ তৈরি করেছি। সেটাই আসল।"
কঠিন পরিস্থিতিতে না পড়লে জেতার স্বাদ পাওয়া যায় না বলে মনে করেন স্কালোনি। আর্জেন্টিনার কোচের কথায়, "ফুটবল মানে শুধু জয় নয়। সেখানে হারটাও গুরুত্বপূর্ণ। হারের দুঃখ বুঝতে পারলে তবেই জয়ের আনন্দে মাতা যায়। সেটা আমরা একের পর এক ম্যাচে দেখাচ্ছি।"এই জয়কে অবশ্য ১৯৮৬ সালের জয়ের সঙ্গে তুলনা করতে চান না স্কালোনি। দিয়েগো মারাদোনাদের সেই জয়ের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ওই ম্যাচের সঙ্গে এই ম্যাচের তুলনা করতে পারব না। মারাদোনার দুটো গোলই ইতিহাসে অমর। তবে বলতে পারি, মিশর ম্যাচের থেকেও এই ম্যাচে ভাল খেলেছি। আপাতত আনন্দ করব। কাল থেকে আবার স্পেনের বিরুদ্ধে ফাইনালের পরিকল্পনা করব।"
এই ম্যাচ অন্য সাধারণ ম্যাচের মতো ছিল না। একে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল। তার উপর আবার প্রতিপক্ষের নাম ইংল্যান্ড। যে দেশের বিরুদ্ধে খেলা শুধুমাত্র ফুটবলে সীমাবদ্ধ থাকে না। তা হয়ে ওঠে যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধ জিতেছে আর্জেন্টিনা। ৮৪ মিনিট পর্যন্ত পিছিয়ে থেকে জিতেছে। জয়ের পর মেসি জানালেন, এই জয় আর্জেন্টিনার প্রত্যেকের জয়।
খেলা শেষে মেসিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এই জয়ের গুরুত্ব তাঁর কাছে কতটা? এক মুহূর্ত না ভেবে মেসি বলেন, "এটা বিশ্বকাপের আরও একটা ম্যাচ হলেও বাকি ম্যাচের থেকে আলাদা। সমর্থকেরা এই জয়টা চেয়েছিল। কারণ, ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার মতো আনন্দ আর কিছুতে নেই। সেটা আমরা সমর্থকদের দিতে পেরেছি।"
মেসি-সহ পুরো আর্জেন্টিনা দল এই প্রথম বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলল। কিন্তু ১৯৬৬, ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপের লড়াইয়ের কথা তাঁদের জানা। ফকল্যান্ড যুদ্ধ তাঁদের স্মৃতিতে। তাই পিছিয়ে পড়ার পর যে লড়াইটা আর্জেন্টিনা করেছে তা ফুটবল ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।
মেসি জানিয়েছেন, এই ম্যাচে হারার উপায় ছিল না। তাঁদের জিততেই হত। সেটাই করেছেন তাঁরা। মেসি বলেন, "আর্জেন্টিনার কেউ এই ম্যাচটা হারতে চায়নি। এই হার হজম করতে পারতাম না। সেটা সকলেই জানে। তাই হয়তো আনন্দ কিছুটা বেশিই হচ্ছে। আমি জানি, গোটা আর্জেন্টিনা এখন আনন্দে লাফাচ্ছে।"
কিন্তু ৮৪ মিনিট পর্যন্ত পিছিয়ে থেকে জয় সহজ কথা নয়। চলতি বিশ্বকাপে সেই ছবি আগেও দেখা গিয়েছে। কাবো ভার্দের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সময়ে জিতেছে আর্জেন্টিনা। মিশরের বিরুদ্ধে ৭৮ মিনিট পর্যন্ত ০-২ পিছিয়ে থেকেও ৩ গোল করেছে তারা। কিন্তু সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের মতো দলের বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকে জেতা সহজ ছিল না। কী ভাবে এই অসাধ্যসাধন করল তারা?
জবাব দিয়েছেন মেসি। আর্জেন্টিনার তারকা বলেন, "এই দলটা কখনও হাল ছাড়ে না। হারার ভয় আমাদের নেই। খালি জানি, শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করতে হবে। এই ম্যাচেও সেটাই করেছি। ওদের অর্ধেই ওদের মাটিতে ফেলে হারিয়েছি। আমরা অতিরিক্ত সময় খেলতে চাইনি। ৯০ মিনিটেই জিততে চেয়েছিলাম। সেটা করে দেখিয়েছি।"
সংযুক্তি সময়ে জয়সূচক গোল করেছেন লাউতারো মার্তিনেজ। খেলা শেষে কথা বলার পরিস্থিতিতে ছিলেন না তিনি। আর্জেন্টিনার স্ট্রাইকার বলেন, "আমি কিছু বলার মতো অবস্থায় নেই। খেলা শেষে অনেক ক্ষণ কেঁদেছি। এ ভাবেও যে জিততে পারব ভাবিনি। যে ভাবে ফিরেছি তা অসাধারণ। হাল ছাড়িনি। লড়াই করেছি। শেষ দিকে যা আক্রমণ করেছি তাতে আরও বেশি গোলে জিততে পারতাম।" এ বার ফাইনালে সামনে স্পেন। পর পর দু'বার বিশ্বকাপ জেতার সুযোগ মেসিদের। লাউতারোদের সাহায্যে সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছেন লিয়ো।এই ম্যাচ শুধু ফুটবলের লড়াই ছিল না। এই ম্যাচ ছিল একে অপরকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার লড়াই। ৬০ বছর আগে যা শুরু হয়েছিল, সেই লড়াইয়ে এগিয়ে যাওয়ার যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধে বাজিমাত করল আর্জেন্টিনা। দিয়েগো মারাদোনা যা করেছিলেন তা-ই করলেন লিয়োনেল মেসি। খানিকটা অন্য ভাবে। মারাদোনা জোড়া গোল করেছিলেন। মেসি জোড়া অ্যাসিস্ট করলেন। আর তাতেই ৮৪ মিনিট পর্যন্ত পিছিয়ে থেকেও অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল আর্জেন্টিনা। সেখানে তাদের সামনে স্পেন।
প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় আকাশ-পাতাল ফারাক। লড়াই শুধু ফুটবলারদের ছিল না, লড়াই ছিল দু'দলের কোচেরও। প্রথমার্ধে লিয়োনেল স্কালোনির পরিকল্পনা দেখে মনে হল, গোল করতে নয়, হ্যারি কেনদের থামাতে নেমেছে আর্জেন্টিনা। রদ্রিগো ডি পলের বদলে জিউলিয়ানো সিমিয়োনেকে নামানোর কারণই ছিল তাই। নিজের কাজ করলেন তিনি। দেখে মনে হচ্ছিল, বাবা দিয়েগো সিমিয়োনের কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়ে নেমেছেন।
প্রথমার্ধের ফুটবলে মন ভরেনি। বিশেষ করে আর্জেন্টিনার খেলা দেখে। নিজেদের খেলা না খেলে ইংল্যান্ডের খেলা নষ্ট করতে নেমেছিল তারা। পর পর ফাউল হচ্ছিল। খেলার ছন্দ নষ্ট করছিলেন সিমিয়োনে, লিয়োনার্দো পারেদেসরা। স্কালোনি অবশ্য তাঁর পরিকল্পনায় পুরোপুরি সফল। প্রথমার্ধে ইংল্যান্ডের ছন্দ নষ্ট করেছেন তাঁর ফুটবলারেরা। ফলে আক্রমণ করলেও গোলের মুখ খুলতে পারেননি কেনেরা। সেটাই পরিকল্পনা ছিল তাঁর।
প্রথমার্ধে ১৯টি ফাউল হয়। ১২টি করে আর্জেন্টিনা। সাতটি ইংল্যান্ড। মাঝে মাঝেই খেলা থামছিল। ধাক্কাধাক্কি করছিলেন দু'দলের ফুটবলারেরা। সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন রেফারি। তিনিও হয়তো চাইছিলেন তাড়াতাড়ি বিরতি নিতে। তাই এত ফাউলের পরেও মাত্র ৩ মিনিট সংযুক্তি সময় দেওয়া হল।
দ্বিতীয়ার্ধে বদলে গেল খেলা। আর্জেন্টিনাকে আক্রমণে উঠতে দেখা গেল। আর তাতে জায়গা পেয়ে গেল ইংল্যান্ড। তাতেই গোল। ৫৫ মিনিটের মাথায় ডান প্রান্ত ধরে উঠে রিস জেমসের ক্রসে গোল করলেন অ্যান্টনি জর্ডন। এই গোলের ক্ষেত্রে ক্রিশ্চিয়ানো রোমেরো খানিকটা হলেও দায়ী। তিনি দেখেননি তাঁর পিছনে গর্ডন রয়েছেন।
পিছিয়ে পড়ে বেরিয়ে এল আর্জেন্টিনার আসল খেলা। খোলস ছেড়ে বেরাল তারা। কারণ, গোল করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। সেখানেই দুই কোচের দুই চালে খেলা ঘুরে গেল। যেখানে স্কালোনি একের পর এক আক্রমণ ভাগে ফুটবলার নামালেন, পারেদেস, লিসান্দ্রোদের তুলে ঝুঁকি নিলেন, সেখানেই টমাস টুখেল পার্ক দ্য বাস নীতিতে চলে গেলেন। এতটা রক্ষণাত্মক না হলেই পারতেন তিনি। তাঁর জানা উচিত ছিল, এক গোলে এগিয়ে থেকে এতটা রক্ষণাত্মক হলে হারতেও হতে পারে। সেটাই হল। ডি পল, লাউতারোরা নামার পর মেসিরও সুবিধা হল। মিশর ম্যাচে যা করেছিলেন, তাই করলেন। সরে গেলে ডান প্রান্তে। মার্কারকে এড়িয়ে গেলেন। তখন রক্ষণ করতে লোক বাড়াতে গিয়ে মেসিকে নজরে রাখতে পারলেন না স্পেন্স, গেহিরা। ফলে অনেক বেশি বল পেতে শুরু করলেন মেসি।
জর্ডন পিকফোর্ড না থাকলে আরও আগেই গোল খেত ইংল্যান্ড। এঞ্জো ফের্নান্দেজের হেড দুর্দান্ত বাঁচান তিনি। ম্যাক অ্যালিস্টারের হেড পোস্ট লেগে ফেরে। কিন্তু বার বার আক্রমণে শেষ পর্যন্ত ভাঙে তাদের রক্ষণ। ৮৫ মিনিটের মাথায় মেসির পাস ধরে বক্সের বাইরে থেকে দূরপাল্লার শটে গোল করেন ফের্নান্দেজ।
সমতা ফিরিয়ে আর্জেন্টিনা আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। তারা বুঝতে পারছিল, এই ঝড়ে ইংল্যান্ডের রক্ষণ আবার ভেঙে পড়তে পারে। হলও তাই। ম্যাক অ্যালিস্টারের আরও একটি শট পোস্টে লেগে ফেরে। পর পর আক্রমণে খেই হারিয়ে ফেলেছিল ইংল্যান্ড। তাতেই কাল হল। সংযুক্তি সময়ে মেসির ক্রসে হেড করে গোল করলেন লাউতারো। আর ফিরতে পারেনি ইংল্যান্ড। আরও এক বার ব্যর্থ হয়েই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হল তাদের।

# 'ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবো না', ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যর্থ রোহিতকে বড় বার্তা গম্ভীরের

সদ্য আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ওয়ানডে ম্যাচের সিরিজে তিনি রান পেয়েছেন বটে তবে রোহিত শর্মাকে ঠিক রোহিত শর্মার মতো মনে হয়নি। আবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ানডে ম্যাচে তাঁর ব্যাটে রান আসেনি। এজবাস্টনে প্রথম ওয়ানডে-তে ২১টি বল খেলে মাত্র ১১ রানের ওই ইনিংস মোটেই রোহিত শর্মার মতো ইনিংস নয়। ব্যাট করার সময় রোহিতকে দেখে মনে হচ্ছিল, হয়তো তিনি মানসিকভাবে চাপে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে হিটম্যানের পাশে দাঁড়ালেন কোচ গৌতম গম্ভীর।সূত্রের খবর, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের ওই বিশ্রী পারফরম্যান্সের পর রোহিতকে খোদ কোচ গৌতম গম্ভীর আশ্বস্ত করছেন, যে ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিরিক্ত ভাবার প্রয়োজন নেই। বরং, হিটম্যান যদি নিজের স্বাভাবিক ব্যাটিংটা চালিয়ে যান তাহলে সেটা দলের পক্ষেও ভালো। রোহিতের পক্ষেও। টিম ইন্ডিয়ার সূত্র অন্দরের সূত্র বলছে, যেভাবে প্রতিনিয়ত রোহিতদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তাতে বিরক্ত ভারতীয় কোচ। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, রোহিতের একটু মানসিক স্বস্তি প্রয়োজন এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে নিরাপত্তা প্রয়োজন। সেটা নিয়েই হেডকোচ তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন।সূত্র বলছে, "রোহিত দলের জন্য এতদিন ধরে এত কিছু করেছেন। বিশেষ করে সাদা বলের ক্রিকেটে। কোচ চাইছেন হিটম্যান নিজের স্বাভাবিক খেলাটা খেলে যান। গোটা কেরিয়ার তিনি যেভাবে ভয়হীন ক্রিকেট খেলেছেন সেটাই রোহিতের কেরিয়ারের ইউএসপি। গম্ভীর বলে দিয়েছেন, রোহিতের মতো ক্রিকেটাররা মানসিকভাবে মুক্ত থাকলেই নিজেদের সেরা খেলাটা বের করে আনতে পারেন।

# রোগী স্বার্থে জিবি হাসপাতালে একাধিক সিদ্ধান্ত, নিরাপত্তা ও পরিষেবায় বাড়ছে নজরদারি

আগরতলা, ১৬ জুলাই: ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহা আগরতলার জিবি হাসপাতালে আকস্মিক পরিদর্শন করার একদিন পরই হাসপাতাল প্রশাসন চিহ্নিত সমস্যাগুলির সমাধানে তৎপর হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং রোগী ও পরিজনদের সুবিধা নিশ্চিত করতে দ্রুত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ড. বিধান গোস্বামী সংবাদমাধ্যমকে জানান, মুখ্যমন্ত্রীর পরিদর্শনের মাধ্যমে হাসপাতালের পরিকাঠামো ও রোগী পরিষেবার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যার বিষয় সামনে এসেছে, যেগুলির দ্রুত সমাধান প্রয়োজন।
তিনি বলেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিয়মিত পরিষেবার উন্নতির জন্য কাজ করে চললেও কিছু ক্ষেত্রে এখনও সমস্যা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নষ্ট হয়ে যাওয়া আসবাবপত্র, রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি, জল চুঁইয়ে পড়া, অকেজো ওয়াশ বেসিন এবং বিভিন্ন অংশে রং করার কাজ অসম্পূর্ণ থাকা।মুখ্যমন্ত্রীর পরিদর্শনের পর এই বিষয়গুলি নিয়ে পূর্ত দপ্তরের মেডিক্যাল ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সাব-ডিভিশনাল অফিসার, আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ, ডেপুটি মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার, নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট, বিভিন্ন বিভাগের প্রধান এবং অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করা হয়।ড. গোস্বামী জানান, চিহ্নিত সমস্যাগুলির তালিকা পূর্ত দপ্তরের কাছে পাঠানো হয়েছে। দপ্তরের পক্ষ থেকে দ্রুত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে লাগাতার বৃষ্টির কারণে কিছু কাজ ব্যাহত হলেও ইতিমধ্যেই সংশোধনমূলক পদক্ষেপ শুরু হয়েছে বলে তিনি জানান।জরুরি পরিষেবার উন্নতির বিষয়ে মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট জানান, খুব শীঘ্রই ট্রমা সেন্টারে ফের চালু করা হবে ট্রায়াজ এরিয়া। এর আগে এই ব্যবস্থা চালু করা হলেও নার্সিং অফিসার ও মেডিক্যাল অফিসারের ঘাটতির কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়।বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে জরুরি রোগীদের দ্রুত পরীক্ষা ও চিকিৎসার আওতায় আনতে ফের ট্রায়াজ ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।ড. গোস্বামী বলেন, রোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা যাতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে না থাকেন, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। রোগীর পরিজনদের জন্য বসার ব্যবস্থা এবং পানীয় জলের সুবিধা সম্প্রতি তৈরি করা হয়েছে।হাসপাতাল চত্বরে চুরির ঘটনা প্রসঙ্গে ড. গোস্বামী জানান, বেশ কিছু এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরার অভাবের কারণে দুষ্কৃতীরা সুযোগ পাচ্ছে। এই সমস্যা মোকাবিলায় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
তিনি জানান, নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে সাদা পোশাকে নিরাপত্তাকর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে। গত দুই মাসে প্রায় ১০ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট আরও বলেন, হাসপাতালের উন্মুক্ত পরিবেশের কারণে সম্পূর্ণ নজরদারি করা কঠিন হলেও রোগী ও পরিজনদের নিরাপত্তার জন্য নিরাপত্তাকর্মীদের নিয়মিত টহল এবং সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

# রাবার বাগানে অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব, শঙ্কায় বামুটিয়ার রাবার চাষীরা

আগরতলা, ১৬ জুলাই : বামুটিয়া বিধানসভার অন্তর্গত উত্তর বামুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন জলিলপুর এলাকায় রাবার বাগানে অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে রাবার চাষীদের মধ্যে। একের পর এক রাবার গাছের পাতা লাল হয়ে যাচ্ছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই গাছগুলো শুকিয়ে মারা যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় চাষীরা। এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত রাবার চাষীরা বিষয়টি বামুটিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক নয়ন সরকারের নজরে আনেন। অভিযোগ পাওয়ার পর বিধায়ক নয়ন সরকার সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়ে রাবার বাগান পরিদর্শন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যার কথা শোনেন।
পরিদর্শন শেষে বিধায়ক জানান, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তিনি দ্রুত কৃষি দপ্তর এবং রাবার বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন।বিধায়ক বলেন, "রাবার বাগানই এই এলাকার বহু পরিবারের প্রধান উপার্জনের উৎস। যদি এই রোগের কারণে বাগান নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে চাষীদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে। তাই দ্রুত বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তদন্ত করিয়ে উপযুক্ত সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে।"
এদিকে অজানা রোগের কারণে রাবার গাছের ক্ষয়ক্ষতি ক্রমশ বাড়তে থাকায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন স্থানীয় রাবার চাষীরা। তাঁদের দাবি, দ্রুত রোগের কারণ চিহ্নিত করে কার্যকর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, যাতে আরও গাছ নষ্ট হওয়ার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

# সরকারি নির্দেশিকা কলাপাতা, বড়দোয়ালী বিদ্যুৎ নিগমের বিল সেকশনে ভোগান্তির অভিযোগ

আগরতলা, ১৬ জুলাই: সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সরকারি দপ্তরের কাজ শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে সেই নির্দেশিকা মানা হচ্ছে না বলেই অভিযোগ উঠেছে বড়দোয়ালী বিদ্যুৎ নিগম কার্যালয়ের বিল সেকশনের কর্মীদের বিরুদ্ধে।
অভিযোগ, সকাল সাড়ে ৯টা থেকেই বিল জমা দেওয়ার জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বহু বিদ্যুৎ গ্রাহক। লাইনে রয়েছেন প্রবীণ নাগরিক, মহিলা এবং অন্যান্য ভোক্তারাও। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বিল গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের কাউকেই দেখা যায়নি।
স্থানীয়দের দাবি, সরকারি অফিসের নির্ধারিত সময় থাকলেও অনেক কর্মী সকাল ১১টার আগ পর্যন্ত অফিসে উপস্থিত হন না। ফলে প্রতিদিনই চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে প্রবীণ ও মহিলা গ্রাহকদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে। এ ঘটনায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের একাংশ দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ এবং সরকারি নির্দেশিকা কঠোরভাবে কার্যকর করার দাবি জানিয়েছেন।

# শান্তিরবাজারের ১০ নম্বর ওয়ার্ডে বেহাল রাস্তা

শান্তিরবাজার, ১৬ জুলাই : দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার পুর পরিষদের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের দয়াল জি পল্লীর বেহাল রাস্তা নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘ ২-৩ বছর ধরে রাস্তার দুরবস্থা এবং অসম্পূর্ণ নির্মাণকাজের কারণে প্রতিদিনই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন এলাকার মানুষ।স্থানীয়দের অভিযোগ, ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যায় নদীর প্রবল স্রোতে রাস্তার একটি বড় অংশ ভেঙে যায়। এরপর প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তা ও সাইড ওয়াল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও কাজ শুরু হওয়ার কিছুদিন পরই তা থমকে যায়। দীর্ঘদিন ধরে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকায় এলাকাবাসীর দুর্ভোগ আরও বেড়েছে।বাসিন্দাদের দাবি, সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তাটি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়। জরুরি পরিস্থিতিতে অ্যাম্বুলেন্স, দমকল বা অন্যান্য পরিষেবার গাড়িও এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারে না, ফলে জননিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।এলাকাবাসীর বক্তব্য, দ্রুত রাস্তা ও সাইড ওয়ালের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করে নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা হোক।

**NOTICE INVITING e-TENDER**

The Superintendent of Agriculture, Mohanbhog invites on behalf of the 'Governor of Tripura' an e-tender from bonafied and resourceful transport contractor of Indian nationality / Firms / Agencies conforming to eligibility criteria of the tenderer as stipulated in this tender document up to 23-07-2026 upto 17:30 Hrs. for the following work.

| Sl No. | Name of Work | Tender Value/ Estimated Cost | EMD & Tender Fee | Completion Period | Bid Submission End Date & Time | Bid Opening Date | Place of Bidding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internal Carrying of Agri. Inputs (Seed/ Fertilzer) in Mohanbhog Agri. Sub-Divisionfor the year of 2026-27 | Rs. 15,00,000/ | EMD: Rs 15,000/ Tender Fee :Rs. 1,000/ | 365 Days | 23/07/2026 Upto 17.30 Hrs | 24/07/2026 12 :00 Hrs | https:// tripura tenders.gov. |

Eligible bidders shall participate in bidding only in online mode through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing with option for Re-Submission wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e- Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding after the scheduled date and time of Bid Submission. **Submission of bids physically is not permitted.**
**Bid Fee** and **Earnest Money Deposit** are to be paid electronically over the Online Payment facility provided in the Portal, **any time after Bid Submission Start Date & before Bid Submission End Date,** using either of the supported Payment Mode like **Net Banking/ Debit Card/ Credit Card. The Bid Fee** of **Rs.1,000/- (Rupees One Thousand)** only, as paid electronically over the Online Payment facility, is **Non-Refundable and to be deposited to the Government account automatically as revenue.**
Bid(s) shall be opened through online process by respective designated Bid openers on behalf of the Superintendent of Agriculture, Mohanbhog and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact samohanbhog@gmail.com.

**Sd/- 02-07.2026**
**ICA/C-1226/26** **(TUSHAR KANTI DAS)**
**Supdt. of Agriculture Mohanbhog,**
**Sepahijala Tripura**

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 04/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2026-27 Dated- 15-07-2026.**
The Executive Engineer, Sabroom Division, PWD(R&B), South Tripura District Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES / Railway for the following work through e-procurement portal: -

| Sl No. | Name of the Work | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion | Last date and time for document downloading and bidding | Time and date of Opening of Bid | Class of Bidder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Construction of new (G+2) storied 100 seated Girls Hostel building at PM Shri Poang Bari English Medium High School, Satchand Block, South Tripura District under Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan (DA JGUA) during the year 2025-26. SH: -Building portion including internal water supply, sanitary installation, sewage and drainage works. (2nd Call)" DNIeT No: CE (Buildings)/PWD/ACE/Project Unit/DNIT/47/ 2025-26. Tender ID: 2026_CEPWD_74705_1 | Rs. 3,03,92,792.00 | Rs. 6,07,856.00 | 360(Thre Hundred Sixty) Days | Upto 12:00 A.M on 23/07/2026 | At 12:30 P.M on 23/07/2026 | Appropriate Class |
| 2 | Vertical extension of 20 seats in the 50 seated Harina SC Girls Hostel attached to No-1 Harina High School, Thaibong, Sabroom, South Tripura / SH: Building portion including Internal water supply, Sanitary Installation (2nd Call)." DNIeT No: 08/NIT/SE-III/B/26-27. Tender ID: 2026_CEPWD_74706_1 | Rs. 76,59,899.58 | Rs. 1,53,198.00 | 02 Month | Upto 12:00 A.M on 23/07/2026 | At 12:30 P.M on 23/07/2026 | |

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

**Executive Engineer**
**ICA/C-1231/26** **Sabroom Division, PWD (R&B)**
**Sabroom, South Tripura.**

# হেরে ইংল্যান্ড শিবিরে অশান্তি! কোচের পরিকল্পনাকেই দুষলেন হ্যারি কেন, টুখেলের দাবি, ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন তিনি

আবার কোচের সঙ্গে মতের মিল হল না ফুটবলারের। গত ম্যাচে যা দেখা গিয়েছিল, আর্জেন্টিনা ম্যাচে তারই পুনরাবৃত্তি হল ইংল্যান্ড শিবিরে। তবে কি দলের অন্দরের পরিবেশ ভাল না থাকাতেই হারতে হল ইংল্যান্ডকে?
আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক খেলতে গিয়েই হারতে হয়েছে ইংল্যান্ডকে। এমনটাই মনে করেন হ্যারি কেন। কোচ টমাস টুখেল আবার নিজের পরিকল্পনায় ভুল খুঁজে পাচ্ছেন না।
খেলা শেষে কেন জানান, এ ভাবে হারবেন তা বুঝতে পারেননি। তিনি বলেন, "খুব হতাশ। দলের সকলের জন্য হতাশ। সকলে নিজেদের ঘাম, রক্ত ঝরিয়েছে। তার পরেও চোখের জলে মাঠ ছাড়তে হল। খেলার বেশির ভাগ জুড়ে আমরাই দাপট দেখিয়েছি। তার পরেও হারতে হল।"
কেন দায়ী করেছেন দলের পরিকল্পনাকেই। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বলেন, "এগিয়ে থাকার পরেও আমরা শুধু বাঁচার চেষ্টা করলাম। এই ধরনের ম্যাচে এ ভাবে খেললে হয় না। গোল করার পর আরও আক্রমণাত্মক খেলা উচিত ছিল। তার বদলে গুটিয়ে গেলাম। রক্ষণে লোক বাড়ানো হল। ওরা ঝড় তুলল। আমরা সামলাতে পারলাম না।" কোচের নাম করেননি কেন। তবে তাঁর কথা থেকেই স্পষ্ট, অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক খেলতে গিয়েই হারতে হয়েছে।
পিছিয়ে পরেও গোল করার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু পারেননি। কেন বলেন, "প্রতিটা মুহূর্তের জন্য আমরা তৈরি ছিলাম। গোল খেয়ে যাওয়ার পর আরও একটা গোল করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি। এই হারে খুব হতাশ লাগছে। কিন্তু কিছু করার নেই। মেনে নিতেই হবে।"
কোচ টুখেল অবশ্য নিজের পরিকল্পনার উপর ভরসা দেখিয়েছেন। খেলা শেষে তিনি বলেন, "আপনি হাজার কোচের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে হয়। আমার মনে হয়েছিল, এ ভাবে খেলাই ঠিক। তাই হারের দায় আমার। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল না। আমরা জিততেও পারতাম।"
৫৫ মিনিটে গোল খাওয়ার পর আর্জেন্টিনা যে ভাবে আক্রমণ করেছে, তাতে গুটিয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ডের রক্ষণ। বাকি সময়ে আর আক্রমণই করতে পারেনি তারা। পুরো খেলা হয়েছে ইংল্যান্ডের অর্ধে। তার পরেও দলের এই পারফরম্যান্সকেই সেরা বলছেন টুখেল।
ইংল্যান্ডের কোচ বলেন, "এই প্রতিযোগিতায় আমরা এটাই সেরা ম্যাচ খেলেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিততে পারিনি। তাতে দুঃখের কিছু নেই। আমরা হতাশ। এত কাছে এসেও ফিরতে হল। আমরা বলের দখল রাখতে পারিনি। তাই ওরা এত সুযোগ তৈরি করতে পেরেছে।"
গোল করার পর কেন হঠাৎ এতটা রক্ষণাত্মক হয়ে পড়লেন তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন টুখেল। তিনি বলেন, "আমার মনে হয়েছিল, রক্ষণে ফাঁক তৈরি হচ্ছে। তাই পাঁচ ডিফেন্ডারে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা ক্রমাগত ক্রস করল। হেড জিততে শুরু করল। হাওয়ায় লড়াই জিতল। আমরা পারলাম না। কিন্তু যে পরিকল্পনা করেছিলাম, তাতে আমাদেরই ১-০ জেতা উচিত ছিল।"

# খেলা শেষে স্টেডিয়ামেই মারামারি আর্জেন্টিনা-ইংরেজ সমর্থকদের !

মাঠের উত্তাপ ছড়াল মাঠের বাইরেও। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড ম্যাচের পর স্টেডিয়াম ও স্টেডিয়ামের বাইরে মারামারি হয়েছে দু'দলের সমর্থকদের। বেশ কয়েক জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।খেলার মাঝেই উত্তপ্ত হচ্ছিল গ্যালারির পরিস্থিতি। কথা কাটাকাটি চলছিল। শেষ দিকে জোড়া গোল দিয়ে আর্জেন্টিনা জেতার পর সে দেশের সমর্থকেরা উল্লাস শুরু করেন। ইংল্যান্ডের সমর্থকদের তরফে কটু কথা ভেসে আসে। বিবাদ আরও বাড়ে। তার পরেই শুরু হয় মারামারি।একই পরিস্থিতি স্টেডিয়ামের বাইরেও হয়। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা প্রথমে বিবাদ থামানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে শুরু করলে পদক্ষেপ করেন তাঁরা। দু'দলের বহু সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়েছে। হাতকড়া পরিয়ে তাঁদের নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। মারামারিতে দু'দলের বেশ কয়েক জন সমর্থক রক্তাক্ত হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।শুধু আটলান্টা নয়, নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সির মতো আমেরিকার বেশ কিছু শহরে আর্জেন্টিনা ও ইংল্যান্ডের সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি হয়েছে। এমনকি, বিশ্বকাপের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে ইংল্যান্ডের বার্মিংহ্যামেও হাতাহাতি হয়েছে দু'দলের সমর্থকদের। খেলার আগে থেকেই উত্তাপ ছড়াচ্ছিল। ইংল্যান্ডের জাতীয় সঙ্গীতের সময় চিৎকার করে বিরক্ত করছিলেন আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা। গ্যালারিতে ডেভিড বেকহ্যামকে দেখেও বিদ্রুপ করেন তাঁরা। খেলা যত গড়ায়, তত উত্তাপ বাড়ে। মাঠে বার বার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছিলেন দু'দলের ফুটবলারেরা। তার প্রভাব পড়ে গ্যালারিতে।গত ৬০ বছর ধরে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড ম্যাচ মানেই অন্য রকমের উত্তাপ। ফকল্যান্ড যুদ্ধের পর তা আরও বেড়েছে। এই ম্যাচেও ফকল্যান্ড যুদ্ধের স্মৃতি উস্কে দিয়েছেন আর্জেন্টিনার ফুটবলার ও সমর্থকেরা। ফলে লড়াই শুধু ফুটবলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তা ছড়িয়ে পড়েছে মাঠের বাইরেও।

# ফের জিবি হাসপাতাল পরিদর্শনে স্বাস্থ্য সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই: জিবিপি হাসপাতালের সার্বিক মান্নোয়নে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। গত ১৪ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করেছিলেন। এবার স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে আজ বিকেলে পুনরায় জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন এবং নানাবিধ কাজের অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করেন।

তিনি মেডিসিন ওয়ার্ড, আই-ওপিডি, ডার্মাটোলজি ওপিডি, মে আই হেল্প ইউ কাউন্টার পরিদর্শন করেন। মেডিসিন ওয়ার্ডে ২৪ শয্যার আইসিইউ প্রস্তুতির কাজ খতিয়ে দেখেন। প্রকৌশলবিদ ও বাস্তুকারদের সঙ্গে তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করেন।

বাস্তুকারদের তিনি এই ২৪ শয্যার আইসিইউ যত দ্রুত তৈরি করা যায় তার নির্দেশ দেন এবং (৭৭)গু১৪ শয্যার আইসিইউ ভিজিট করেন। এই ২৪ শয্যার আইসিইউ অচিরেই চালু হতে যাচ্ছে। মেডিসিন ওয়ার্ডে সেন্ট্রালাইজ এসি সিস্টেম এর কাজ শুরু করা এবং তা যত দ্রুত শেষ করা যায় বাস্তুকারদের এই ব্যাপারে নির্দেশ দেন। জিবিপি হাসপাতালে প্রস্তাবিত একটি রিং-রোড করার জন্য এলাকা পরিদর্শন করেন এবং কিভাবে তা বাস্তবায়িত করা যায় এই বিষয়ে উপস্থিত বাস্তুকারদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তারপর তিনি ট্রমা সেন্টার এবং নতুন সেন্ট্রাল ল্যাব বিল্ডিং পরিদর্শন করেন। তাছাড়া জিবিপির মেন গেটের সামনে যাতে একটি মে আই হেল্প ইউ কাউন্টার রাখা যায় তার ব্যবস্থা করতে এবং সেখানে সিকিউরিটি স্টাফদের নিযুক্ত করার জন্য নির্দেশ দেন।

আজ স্বাস্থ্য সচিব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি-এর প্রিন্সিপাল প্রফেসর (ডা.) তপন মজুমদার, এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট (ইনচার্জ) ডা. কনক চৌধুরী, জয়েন্ট ডিরেক্টর (এডমিনিস্ট্রেশন) অন্যান্য এইচওডি ও চিকিৎসকগণ।

# জয় জগন্নাথের জয়ধ্বনিতে মিলল দুই সম্প্রদায়ের হৃদয়, সীমান্তে সম্প্রীতির অনন্য নজির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৬ জুলাই: আজ বিলোনিয়া যোগমায়া কালিবাড়ির রথ শহর পরিক্রমা করে বিকেল পাঁচটায় হাজারো মানুষের রথের দড়িতে টান দিয়ে প্রমাণ করলেন রথের এই অপরূপ আনন্দ। শহর পরিক্রমার পর আবার চলে যায় যোগমায়া কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে, এরপর শুরু হয় বিলোনিয়ার ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রা অনুষ্ঠান সেখানে সন্ধ্যা ছয়টায় রথের চাকায় টান দেয় হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে এরপর জয় জগন্নাথের জয়ধ্বনিতে মিলল দুই ধর্মের হৃদয়: এই প্রথমবারের মতো কাঁটাতারের ছায়ায় গড়গড়িয়ে চলল সম্প্রীতির রথ।

হিন্দু-মুসলিমের যৌথ রশির টানে মাসির বাড়ি চললেন জগন্নাথ, মুসলিম যুবকের হাতেই প্রাণ পেল দেবমূর্তি ও রথ।জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে যখন আকাশ বাতাস কাঁপছে, তখন কৃষ্ণ-রাধার সাজে নৃত্যের তালে তালে গড়গড় করে গড়িয়ে চলল রথের চাকা। কাঁটাতারের শীতল পরশ লাগা সীমান্তের গ্রাম আমজাদ নগরে বৃহস্পতিবার ঘটল সেই অপরূপ দৃশ্য। হিন্দু-মুসলিমের যৌথ দড়ির টানে ইতিহাস লিখল সম্প্রীতির রথ।

ভারত-বাংলা সীমান্ত লাগোয়া আমজাদ নগরে সংখ্যালঘু মুসলিমের পাশাপাশি হিন্দুদেরও বসবাস। রথযাত্রা হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব হলেও এদিনের ছবিটা ছিল অন্যরকম। ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রাচীর ভেঙে হিন্দু-মুসলিম একাত্ম হয়ে রথের রশিতে টান দিল। বুঝিয়ে দিল, ধর্ম ভিন্ন হলেও হৃদয়ের রঙ এক। আমজাদ নগর আবারও প্রমাণ করল, ভারতের ঐতিহ্যের শিকড় গাঁথা আছে একতার মাটিতে। এই দিনের সবচেয়ে বড় চমক লুকিয়ে ছিল রথ আর মূর্তির জন্মকথায়। কাঠের গায়ে ছেনি চালিয়ে প্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার প্রতিকী মূর্তি গড়েছেন এক মুসলিম যুবক। শুধু মূর্তিই নয়, সম্প্রীতির রথটিও তৈরি হয়েছে তাঁরই হাতের পরশে। আমজাদ নগর বাজার থেকে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জগন্নাথ -বলরাম-সুভদ্রাকে রথে তুলে গোটা এলাকা পরিক্রমা করলেন দুই সম্প্রদায়ের মানুষ।

এদিনের রথ যেন চিনতেই পারল না কে হিন্দু, কে মুসলিম। 'ওরা হিন্দু, ওরা মুসলিম' এই বিভেদের কালিমা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রথ দেখে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা অল্টো গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত এক

তেলিয়ামুড়া, ১৬ জুলাই: রথযাত্রার উৎসবের আনন্দ মুহূর্তের মধ্যেই বিষাদে পরিণত হলো তেলিয়ামুড়ার কৃষ্ণপুর-আমতলী এলাকায়। রথযাত্রা দেখে বাড়ি ফেরার পথে একটি অল্টো কে-১০ গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন ৫৫ বছর বয়সি যতীন্দ্র সরকার। বর্তমানে তিনি আগরতলার গোবিন্দ বল্লভ পন্থ (জিবিপি) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কৃষ্ণপুর এলাকার বাসিন্দা যতীন্দ্র সরকার রথযাত্রায় অংশ নিতে বাড়ি থেকে বের হন। তিনি ভক্তদের সঙ্গে রথের দড়ি টানার পর অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় তেলিয়ামুড়া-কৃষ্ণপুর সড়কের আমতলী এলাকায় তিনি সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কৃষ্ণপুর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# মর্মান্তিক : মামার বাড়ির পুকুরে সলিল সমাধি আড়াই বছরের ভাগিনার

বিশালগড়, ১৬ জুলাই: বিশালগড় থানাধীন কদমতলী এলাকায় পুকুরে ডুবে আড়াই বছরের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত শিশুর নাম ইসমাইল হোসেন।পরিবার সূত্রে জানা যায়, পারিবারিক অশান্তির জেরে প্রায় তিন বছর ধরে গৃহবধূ শর্মিলা বেগম তার বাবার বাড়িতে বসবাস করছেন। তিনি পেশায় একজন নিরাপত্তারক্ষী। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার সকালেও তিনি কাজে যাওয়ার আগে ছেলে ইসমাইলকে বাড়ির লোকজনের কাছে রেখে বেরিয়ে যান। অভিযোগ, খেলতে খেলতে একসময় শিশুটি বাড়ির পুকুরে পড়ে যায়। বিষয়টি টের পেয়ে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।জানা গেছে, শর্মিলা বেগমের স্বামী ঈমান হোসেনের বাড়ি কড়ুইমুড়া এলাকায়। আড়াই বছরের ফুটফুটে শিশুর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় গোটা এলাকায়ও শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।পরিবারের সদস্যরা সংবাদমাধ্যমকে এ ঘটনার বিস্তারিত জানান।

## জঙ্গলে ও বসতঘরে পুঁতে রাখা ৪৫০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার

সোনামুড়া ও বিশালগড়, ১৬ জানুয়ারি: পৃথক স্থানে গোপন সুত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানে জঙ্গলে ও বসতঘরে মাটির নীচে পুঁতে রাখা মোট ৪৫০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। এদিকে, গৃহকর্তা পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। তাঁর খুঁজে পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরছে।

সীমান্ত মহকুমায় মাদকবিরোধী অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল যৌথ বাহিনী। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সোনামুড়া থানার পুলিশ, বিএসএফের ৮১ নম্বর ব্যাটালিয়ন এবং টিএসআরের ১১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা যৌথভাবে গভীর জঙ্গলে চিরুনি তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য প্রায় ৭২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত সাড়ে ১২টা থেকে আজ ভোর সাড়ে ৫টা পর্যন্ত সোনামুড়া থানার অন্তর্গত কমলনগর ঘাটিঘর এলাকার গভীর জঙ্গলে এই অভিযান পরিচালিত হয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে জঙ্গল চষে তল্লাশি চালানোর সময় জওয়ানরা মাটির নিচে পুঁতে রাখা এবং ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রাখা ১১টি বড় প্লাস্টিকের ড্রাম উদ্ধার করেন।

ড্রামগুলো খুলে দেখা যায়, প্রতিটির ভেতরেই মজুত রয়েছে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা। সব মিলিয়ে ৩৬২ কেজি ১০০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকের আন্তর্জাতিক কালোবাজারে আনুমানিক মূল্য প্রায় ৭২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। অভিযান শেষে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বাজেয়াপ্ত মাদক সোনামুড়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কে বা কারা সীমান্তবর্তী জঙ্গলে এত বিপুল পরিমাণ গাঁজা মজুত করেছিল এবং এর সঙ্গে জড়িত মাদক পাচার চক্রের সদস্যরা কারাতা জানতে ইতিমধ্যেই একটি সুনির্দিষ্ট মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশের দাবি, সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচার রুখতে নিয়মিত নজরদারি ও যৌথ অভিযান অব্যাহত থাকবে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত মূল চক্রকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে তদন্ত জোরদার করা হয়েছে।

এদিকে, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মাদকবিরোধী অভিযানে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ফের কদমতলা বাজারে দুঃসাহসিক চুরি, এবার মোবাইলের দোকান থেকে সামগ্রী লুট

কদমতলা, ১৬ জুলাই: নৈশপ্রহরী ও পুলিশের নিয়মিত টহল থাকার পরও মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ফের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা বাজারে। স্বর্ণের দোকানে চুরির ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার চোরের নিশানায় পড়ল একটি মোবাইল ফোনের দোকান। পরপর দুই দিনের এই ঘটনায় ক্ষোভ ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে ব্যবসায়ী মহলে।

জানা গেছে, কদমতলা সবজি বাজারের সামনে অবস্থিত দ্বিতল ভবনের 'জে কে মোবাইল' নামের দোকানে বুধবার গভীর রাতে চুরির ঘটনা ঘটে। দোকানের মালিক কামরুল হোসেন জানান, প্রতিদিনের মতো বুধবার রাত প্রায় ১০টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান তিনি। বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ১১টায় দোকান খুলতে এসে দেখেন, দোকানের ভেতরের সমস্ত জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, দুষ্কৃতীরা দোকানের টিনের ছাউনি কেটে ফলস সিলিং ভেঙে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর তারা দোকানের বিদ্যুৎ সংযোগ এবং সিসিটিভি ক্যামেরার তার কেটে দেয়, যাতে তাদের গতিবিধি রেকর্ড না হয়। পাশের একটি দোকানের সিসিটিভি ফুটেজে একজন সন্দেহভাজনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ২০২৭ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া-মুক্ত ভারতের লক্ষ্যে জোর

আগরতলা, ১৬ জুলাই : ২০২৭ সালের মধ্যে দেশকে ম্যালেরিয়া-মুক্ত করার জাতীয় লক্ষ্যকে সামনে রেখে আগরতলায় শুরু হয়েছে ইনটেনসিফায়েড ম্যালেরিয়া নির্মূলকরণ প্রকল্প -এর তিনদিনব্যাপী আঞ্চলিক পর্যালোচনা সভা। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এবং ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল সেন্টার ফর ভেক্টর বর্ন ডিজিজ কন্টোল -এর যৌথ উদ্যোগে ১৬ থেকে ১৮ জুলাই পর্যন্ত রাজধানীর একটি হোটেলে এই গুরুত্বপূর্ণ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

সভার উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল সেন্টার ফর ভেক্টর বর্ন ডিজিজ কন্টোলের অতিরিক্ত পরিচালক ড. তনু জৈন। এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যের স্বাস্থ্য আধিকারিক, কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কিরণ গিত্যে বলেন, ভারত সরকার ও ত্রিপুরা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হচ্ছে ম্যালেরিয়া নির্মূল। তিনি জানান, নিয়মিত নজরদারি, দ্রুত রোগ নির্ণয়, সময়মতো চিকিৎসা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বিত উদ্যোগের ফলে ত্রিপুরায় গত কয়েক বছরে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। তবে লক্ষ্য পূরণে প্রতিটি রোগীকে দ্রুত শনাক্ত করা, যথাসময়ে চিকিৎসা নিশ্চিত করা এবং পুনঃসংক্রমণ রোধে জনসচেতনতা আরও বাড়ানোর ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

ড. তনু জৈন তাঁর বক্তব্যে বলেন, ইনটেনসিফায়েড ম্যালেরিয়া নির্মূলকরণ প্রকল্প ২০২৭ সালের মধ্যে ভারতকে ম্যালেরিয়া-মুক্ত করার জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি অংশগ্রহণকারী রাজ্যগুলিকে কেসভিত্তিক নজরদারি, দ্রুত রোগ নির্ণয়, কার্যকর মশা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় আন্তঃরাজ্য সমন্বয় আরও জোরদার করার আহ্বান জানান।

এই আঞ্চলিক পর্যালোচনা সভায় ত্রিপুরার পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় এবং ওড়িশার স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করছেন। তিনদিনের এই বৈঠকে প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ, সফল উদ্যোগ, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের মতে, এই পর্যালোচনা সভার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী রাজ্যগুলির অভিজ্ঞতা ও সাফল্য বিনিময়ের পাশাপাশি ম্যালেরিয়া নির্মূলে সমন্বিত কৌশল আরও শক্তিশালী হবে। বিশেষজ্ঞদের আশা, এই উদ্যোগ ২০২৭ সালের মধ্যে "ম্যালেরিয়া-মুক্ত ভারত" গড়ার লক্ষ্যে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।


# আমাদের জনগণনা, আমাদের উন্নয়ন

(জনগণনা ২০২৭-এর প্রথম পর্যায়)

গৃহ মন্ত্রালয় ভারত সরকার

ভারত সরকার কর্তৃক আপনার রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বাড়ি তালিকাভুক্তকরণ ও গৃহগণনা শুরু হতে চলেছে। এর আগে ১৫ দিনের একটি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, যেখানে আপনি নিজেই অনলাইনে আপনার তথ্য পূরণ করতে পারবেন।

আমি প্রগতি

আমি বিকাশ

## স্ব-গণনা

সহজ এবং নিরাপদ ডিজিটাল সুবিধা

### কিভাবে স্ব - গণনা করবেন ?

- সরকারি পোর্টালে (se.census.gov.in) যান।
- আপনার মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে ওটিপি-র মাধ্যমে লগইন করুন।
- আপনার রাজ্য, জেলা এবং স্থানীয় বিবরণ নির্বাচন করুন।
- ডিজিটাল মানচিত্রে আপনার বাড়ির অবস্থান চিহ্নিত করুন।
- বাড়ি ও পরিবার সম্পর্কিত তথ্য পূরণ করুন।
- জমা দেওয়ার পর আপনি একটি এসই - আইডি পাবেন।
- এসই - আইডি নিরাপদে রাখুন।
- গণনাকারী পরিদর্শনের সময় তাঁকে এসই আইডি প্রদান করুন।
- গণনাকারী তথ্যটি যাচাই করবেন।

এর উপকারিতা:
- সময়-সংরক্ষণ
- সঠিক তথ্য
- দ্রুত ডেটা প্রক্রিয়াকরণ

### মনে রাখবেন: স্ব-গণনা একটি বিশেষ সুবিধা।

আপনি যদি নিজে গণনা করতে না পারেন, তবে চিন্তা করবেন না; তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য একজন গণনাকারী নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই আপনার বাড়িতে আসবেন।

আপনার সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণ গোপনীয় এবং সুরক্ষিত থাকবে।

ত্রিপুরা

স্ব-গণনা
১৭ই - ৩১শে জুলাই

বাড়ি তালিকাভুক্তিকরণ
১- ৩০ আগস্ট

CBC 19108/13/0147/2627

আসুন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি এবং জনগণনায় অংশগ্রহণ করি।

টোল ফ্রি-১৮৫৫

CensusIndia2027


স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas